জরুরী মাসায়েল

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ সাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন ইমামুল

হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহসুফী আলহাজ্জ্ব

হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-

খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,

ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনুর কম্পিউটার ও প্রেস"

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মুদ্রণ সন ১৪২৩)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلم على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين ـ

জরুরী মাসায়েল

দ্বিতীয় ভাগ

বর্ত্তমান সময়ে বহু বেদাত-মতাবলম্বী তরিকত ও মা'রেফাতের ভাগ করিয়া কার্য্য উপদেশ বা লেখনী দ্বারা নানাপ্রকার শেরক ও বেদয়াত মত প্রচার পূর্ব্বক অনেক ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য লোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছে। হজরত নবিয়ে-করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন— "যে ব্যক্তি কোন মন্দ কার্য্য দর্শন করে, তাহার পক্ষে হস্ত দ্বারা উহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে অক্ষম হয়, তবে রসনা দ্বারা (উপদেশ যোগে উহা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিবে)। যদি (ইহাতেও) অসমর্থ হয়, তবে অন্তরে (উহা মন্দ জানিবে)। ইহা নিতান্ত দুর্ব্বল ইমানের অবস্থা"— হাদিছ।

হজরত আরও বলিয়াছেন,— "নিশ্চয় তোমরা সৎকার্য্যে আদেশ প্রদান করিবে এবং অসৎ কার্য্য করিতে নিষেধ করিবে; নচেৎ নিশ্চয় খোদাতায়ালা অচিরে তোমাদের উপর শাস্তিপ্রেরণ করিবেন; তৎপরে তোমরা (বিপদ) উদ্ধারের প্রর্থনা করিবে, কিন্তু তোমাদের প্রর্থনা অগ্রাহ্য হইবে।"— হাদিছ।

উপরোক্ত হাদিছদ্বয় অনুযায়ী সক্ষম আলেমবৃন্দের পক্ষে লেখনী অথবা মৌখিক উপদেশ দ্বারা শেরক ও বেদায়াত-মূলক মতসমূহ খণ্ডন করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্যই এই নগণ্য সমাজসেবক শেরক বেদায়াত সমন্বিত মতসমূহের খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইতেছে। খোদাতায়ালা এই দীনহীনকে ইহা প্রচার করিতে ক্ষমতা প্রদান করুন, ইহাই প্রর্থনা, — আমিন।

প্রকৃত পীরের লক্ষণ

নিম্নোক্ত পঞ্চগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই আলেমে-রাব্বানি ও পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য পাত্রঃ- প্রথমতঃ— যিনি তফছীর, হাদিছ, ফেক্‌হা, ছলুক আকায়েদ, নহোও ছরফ শিক্ষা প্রদান করেন। দ্বিতীয়— জেকর মোরাকাবা ইত্যাদি তরিকত কার্য্য শিক্ষা প্রদান করে; তৃতীয়— ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক লোকের চরিত্র গঠন করেন; চতুর্থ— শরিয়তের করণীয় বিষয়ে শৈথিল্য দর্শন করিলে, উহা সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে লোককে আদেশ প্রদান করেন এবং কোন নিষিদ্ধ কার্য্য করিতে দর্শন করিলে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন এবং পঞ্চম— সাধ্যানুযায়ী দরিদ্র ও শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধায়ন করেন; অভাবপক্ষে স্বমতাবলম্বী ভ্রাতৃগণকে তাহাদের সাহায্যদানে উৎসাহ প্রদান করেন। এই পঞ্চগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বিনা সন্দেহে পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী; এইরূপ ব্যক্তির মহত্ব বেহেশতে বিঘোষিত হইয়া থাকে এবং হাদিছ অনুযয়ী সমস্ত সৃষ্টী তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। হে শিক্ষার্থীগণ, তোমরা এরূপ লোকের সঙ্গ কখনও ত্যাগ করিও না; কেন না এইরূপ মহাজন স্পর্শমণি তুল্য। তোমরা অকারণে ধনাঢ্য লোকের সঙ্গলাভ

করিও না, নিরক্ষর ছুফী (তরিকতপন্থী) ও তাপসের সংস্রবে থাকিও না এবং তরিকতবিহীন বিদ্বান, ফেকহ তত্বজ্ঞানশূন্য হাদিছ-তত্ত্ববিদ (মোহাদ্দেছ) এবং কোরাণ হাদিছ অনভিজ্ঞ ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রবিদ্‌গণের সংসর্গ করিও না। যে ধর্ম্মোপদেষ্টার মধ্যে উপরোক্ত পঞ্চগুণের সমাবেশ নাই, তাঁহার পক্ষে উহার সংশোধন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন,— "যে ব্যক্তি ছুফী হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান লাভ না করিয়াছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, কিন্তু তরিকত তত্ত্ব অর্জ্জন না করিয়াছে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি সারবিহীন বিদ্বান হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞান ও তরিকত-তত্ত্ব উভয় অর্জ্জন করিয়াছে, নিশ্চয় সেই ব্যক্তি সুদক্ষ বিবেচক ও মহাজন পদবাচ্য হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ ছুফীর শরীয়তের বিপরীত কার্য্যকলাপ দেখিয়া লোকে তাহাদের উপর এনকার করিলে তাহারা দাবী করিয়া প্রকাশ করেন যে এই কার্য্য জাহেরি এলম-অনুযায়ী হারাম, কিন্তু আমরা তরিকত ও হকিকতপন্থী বিদ্বান এবং ইহা আমাদের বাতিনি এলম অনুযায়ী হালাল। তোমরা কেতাব হইতে (মস্‌লা) শিক্ষা কর এবং আমরা উক্ত কেতাবের প্রচারক হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি। যে সময়ে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা বা বিধান কঠিন হইয়া পড়ে; তখন আমরা তাঁহার নিকট হইতে ফতওয়া লাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। যদি উহাতে মনের শান্তি হয়, তবে শুভ; নচেৎ স্বয়ং খোদাতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করি। আমরা নির্জ্জন বাস ও পীরের তাওয়াজ্জোহের প্রভাবে খোদাপ্রাপ্তি জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি; ইহার ফলে আমাদের পক্ষে এলম সমুহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং এই জন্য আমাদের পক্ষে কেতাব ও শিক্ষকের শিক্ষা গ্রহণ করার আবশ্যক হয় না। নিশ্চয় জাহিরি

এল্‌ম ও শরিয়ত ত্যাগ করা ব্যতীত খোদা-প্রাপ্তি লাভ হইতে পারে না। যদি আমরা বাতিল মতাবলম্বী হইতাম, তবে আমাদের পক্ষে উক্ত উচ্চ উচ্চ অবস্থা, কারামত, জ্যোতি দর্শন ও প্রধান প্রধান পয়গম্বরগণের দর্শন লাভ সম্ভবপর হইত না। যদি আমাদের কর্ত্তৃক কোন মকরুহ বা হারাম কার্য্য প্রকাশিত হয়, তবে স্বপ্নোযোগে আমাদিগকে সাবধান করা হয়। এজন্য আমরা হালাল ও হারাম অবগত হইতে পারি। আমাদের যে কার্য্যটী তোমরা হারাম বলিয়া থাক, তদ্বিষয়ে স্বপ্নযোগে সাবধান করা হয় না, এই জন্য আমরা উক্ত কার্য্যটী হালাল বলিয়া ধারণা করি। (উক্ত ছুফিদল) এইরূপ বাতিল মতসুমহ প্রচার করিয়া থাকেন। বলা বহুল্য, এই সমস্তই কাফেরী ও গোমরাহি; কেননা ইহাতে সত্য শরিয়ত— কোরআন ও হাদিছকে অবজ্ঞা করা হয়; উক্ত দলিলদ্বয়ের উপর অবিশ্বাস করা হয় এবং উভয় দলীলে ভ্রমাত্মক ও বাতিল মত থাকা স্বীকার করা হয়। যে কেহ এইরূপ বাতিল মতসমূহ শ্রবণ করে, তাহার পক্ষে উক্ত মতাবলম্বীর প্রতি কঠোর ঘৃণা প্রকাশ করা এবং বিনা সন্দেহে অবিলম্বে উক্ত মত বাতিল হওয়ার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজেব। যদি উহার প্রতি এন্‌কার না করে বা সন্দেহের সহিত এন্‌কার করে, তবে সে ব্যক্তিও উক্ত দলমধ্যে গণ্য হইবে। উপরোক্ত মতাবলম্বী ছুফিগণকে নিঃসন্দেহে কাফের হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে। বিদ্বান্‌গণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এলহাম বা স্বপ্নদ্বারা শরিয়তের আহকাম প্রমাণিত হইতে পারে না;— বিশেষতঃ যখন উক্ত এলহাম বা স্বপ্ন কোরাণ ও হাদিছের খেলাফ হয়। ছুফি সম্প্রদায়ের নেতা এবং তরিকত ও হকিকত-পন্থি দলের অগ্রণী জোনাএদ বাগদাদী (কোঃ) বলিয়াছেন— "যাঁহারা (হজরত) নবিয়ে-করিম (সাঃ) এর অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত প্রত্যেকের উপর খোদা-প্রাপ্তির পথ সমূহ রুদ্ধ।" তিনি আরও বলিয়াছেন,— "যে ব্যক্তি কোরান-শরিফের আহকাম স্মরণ না করিয়াছে ও হাদিছের মর্ম্মসমূহ লিপিবদ্ধ বা গ্রহণ না করিয়াছেন, তরিকত সম্বন্ধে তাহার অনুসরণ করা যাইতে পারে না;— কারণ

আমাদের মারেফাত-জ্ঞান ও মজহাব কোরাণ ও হাদিছের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।" পীর ছর্রিছকতি (রঃ) বলিয়াছেন, তাছাওয়ফ তিনটি বিষয়কে বলা হয়ঃ প্রথম যেন ছুফির মারেফাতের জ্যোতিঃ ও পরহেজগারির নূর নিৰ্ব্বাপিত না হয়; দ্বিতীয় এলমে বাতিনি সম্বন্ধে যেন এইরূপ মত প্রকাশ না করে— যাহা কোরান শরিফের স্পষ্ট মৰ্ম্মের বিপরীত হয়; তৃতীয় কারামত যেন তাহাকে খোদাতায়ালার নিষেধ সমূহকে অগ্রাহ্য করিতে উৎসাহিত না করে, কারণ শরিয়তে আদেশ নিষেধ লঙ্ঘনে যে অলৌকিক কাৰ্য্য পরিলক্ষিত হয়, উহা কারামত নহে, বরং শয়তানের ভেল্কি (এস্তেদরাজ)। পাঠক, ইহা জানিয়া রাখুন যে ধৰ্ম্মজ্ঞান (এলম) অনুযায়ী কাৰ্য্য (আমল) করা এবং উক্ত আমলের প্রতি স্থিরতা ও পরহেজগারী কারামত অপেক্ষা উত্তম ঃ— কেননা উক্ত বিষয়গুলির উপর খোদাতায়ালার আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তৎসমস্ত খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভ ও মনোনীত হওয়ার প্রধান অবলম্বন। তৎসমুদয়ের অভাবে মনুষ্য খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয় এবং তাঁহার দরবার হইতে বিতাড়িত হয়; কিন্তু কারামত প্রদর্শনের কোন আদেশ অবতীর্ণ হয় নাই, উহা প্রদর্শন না করিলে কোনই দোষ হয় না; এবং উহা প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ। সেই জন্য পীরগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, যে কারামত প্রকাশ করা ধৰ্ম্মপথের বিঘ্ন স্বরূপ। কারণ সাধারণতঃ উক্ত কারামত মানবদিগকে খোদাতায়ালার এবাদতে নিমগ্ন হইতে বাধা প্রদান করে। পীর ছর্রিছকতি বলিয়াছেন, যদি কোন অলিউল্লাহ বৃক্ষরাজিপূর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করেন এবং প্রত্যেক বৃক্ষের উপর এক একটি পক্ষী মিষ্ট স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলে,— "আছছালামোআলায়কা ইয়া অলি আল্লাহ"— তবে সেই সময়ে তাঁহাকে ভীত হওয়া কৰ্ত্তব্য, কারণ উহা শয়তানের ভেল্কি হইতে পারে। তরিকায়ে-মোহাম্মদীর টীকা—১ম খণ্ড, ১৩০-১৫৫ পৃষ্ঠা।

লোকে ছুলতানোল আরেফিনকে বলিয়াছিল যে, অমুক

ব্যক্তি এক রাত্রে মক্কা শরিফে গমন করিয়া থাকেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "শয়তান অভিসম্পাতগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া থাকে। লোকে অন্য সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অমুক ব্যক্তি বায়ুর উপর উড্ডীয়মাণ হইয়া থাকে, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,— "মক্ষীকারাও সেইরূপ উড্ডীন হইয়া থাকে।" আরও এক সময়ে লোকে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অমুক ব্যক্তি পানির উপর গমন করিয়া থাকে। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,— মৎস্যও ঐরূপ করিয়া থাকে"। কুদ্‌ছিয়া পুস্তকে লিখিত আছে যে, প্রকৃত পীরগণ মুরিদদিগকে চাক্ষুষ কারামত দর্শনের অভিলাষ হইতে বিরত রাখিতেন এবং খোদা প্রাপ্তির বাসনা হৃদয়ে বলবৎ করিয়া দিতেন। কারামত দর্শনের আকাঙ্খা নফছের কামনা ও বাসনা। ছুলতানোল-আরেফিন আবু-এজিদ (রঃ) এরূপ কারামত আকাঙ্খা হইতে খোদাতায়ালার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কুওয়াতোল-কুলুব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি মোনাজাত কালে বলিয়াছেন, "হে খোদাতায়ালা, একদল লোক তোমাকে পাইবার জন্য সাধনা করিয়াছিল; তুমি তাহাদিগকে পানির উপর গমন করার ও বায়ুর উপর উড্ডীন হওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলে এবং ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আমি উপরোক্ত অলৌকিক শক্তি হইতে তোমার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি। আর একদল লোক তোমার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করিয়াছিল এবং তুমি তাহাদিগকে (অল্পক্ষণে) বহু পথ অতিক্রম করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন; ইহাতে তাহারা আনন্দিত হইয়াছিল; কিন্তু আমি উহা হইতে তোমার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছি। আর একদল লোক তোমার সন্ধান করিয়াছিল এবং তুমি তাহাদিগকে ভূগর্ভনিহিত ধনভাণ্ডারের অধিকারী করিয়াছিলে। ইহাতে তাহাদের পক্ষে ভূমি স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহাতেই

ব্যক্তি এক রাত্রে মক্কা শরিফে গমন করিয়া থাকেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "শয়তান অভিসম্পাতগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া থাকে। লোকে অন্য সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অমুক ব্যক্তি বায়ুর উপর উড্ডীয়মাণ হইয়া থাকে, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,— "মক্ষীকারাও সেইরূপ উড্ডীন হইয়া থাকে।" আরও এক সময়ে লোকে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অমুক ব্যক্তি পানির উপর গমন করিয়া থাকে। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,— মৎস্যও ঐরূপ করিয়া থাকে"। কুদ্‌ছিয়া পুস্তকে লিখিত আছে যে, প্রকৃত পীরগণ মুরিদদিগকে চাক্ষুষ কারামত দর্শনের অভিলাষ হইতে বিরত রাখিতেন এবং খোদা প্রাপ্তির বাসনা হৃদয়ে বলবৎ করিয়া দিতেন। কারামত দর্শনের আকাঙ্খা নফছের কামনা ও বাসনা। ছুলতানোল-আরেফিন আবু-এজিদ (রঃ) এরূপ কারামত আকাঙ্খা হইতে খোদাতায়ালার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কুওয়াতোল-কুলুব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি মোনাজাত কালে বলিয়াছেন, "হে খোদাতায়ালা, একদল লোক তোমাকে পাইবার জন্য সাধনা করিয়াছিল; তুমি তাহাদিগকে পানির উপর গমন করার ও বায়ুর উপর উড্ডীন হওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলে এবং ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আমি উপরোক্ত অলৌকিক শক্তি হইতে তোমার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি। আর একদল লোক তোমার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করিয়াছিল এবং তুমি তাহাদিগকে (অল্পক্ষণে) বহু পথ অতিক্রম করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন; ইহাতে তাহারা আনন্দিত হইয়াছিল; কিন্তু আমি উহা হইতে তোমার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছি। আর একদল লোক তোমার সন্ধান করিয়াছিল এবং তুমি তাহাদিগকে ভুগর্ভনিহিত ধনভাণ্ডারের অধিকারী করিয়াছিলে। ইহাতে তাহাদের পক্ষে ভুমি স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহাতেই

তাহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল; কিন্তু আমি তোমার নিকট উক্ত বিষয় হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি।" তিনি এইরূপ বিংশতির অধিক অলৌকিক কার্য্য হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পাঠক তাহার উচ্চ আকাঙ্খা ও হৃদয়ের বল সম্বন্ধে চিন্তা করুন; তিনি খোদাতায়ালার সন্তোষ ও নৈকট্য লাভ ব্যতীত কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিলেন না। পীর আবু-হাফছ হাদ্দাদ কোন প্রান্তরে স্বীয় শিষ্যগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি এস্থলে একটি ছাগ হইত, তবে আমরা উহা জবহ করিতাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ একটি হরিণ অরণ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে অন্যান্য সকলে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু পীর সাহেব দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মুরিদানরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,— "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া খোদাতায়ালার দরবার হইতে বিতাড়িত হওয়ার তুল্য। যদি ফেরয়াওনের মনস্কামনাসমুহ পূর্ণ না হইত, তবে সে খোদাই দাবির উপর জেদ করিত না।" অনন্তর তিনি হরিণটীকে ছাড়িয়া দিলেন।" আবুএজিদ (রঃ) কোন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,— "তুমি আমার সঙ্গে গমন কর; অমুক ব্যক্তি আপনাকে অলি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, আমরা তাঁহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসি।" সে ব্যক্তি সংসারবিরাগী ও লোকের অনুরাগভাজন ছিলেন। অতঃপর যখন সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মছজিদে প্রবেশ করিলেন এবং কেবলার দিকে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে পীর আবু এজিদ তাহাকে ছালাম না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,— "এই ব্যক্তি জনাব নবিয়ে করিম (সাঃ) এর একটি আদব রক্ষা করার যোগ্যতাও অর্জ্জন করেন নাই; অতএব ইনি স্বীয় দাবিকৃত বেলাএত কারামতের উপযুক্ত কিরূপে হইবেন? আরও তিনি বলিলেন,— "যদিও তোমরা কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, যিনি এরূপ অলৌকিক শক্তিশালী হইয়াছেন যে, তিনি বায়ুর উপর সমাসীন হন; তথাপি যতক্ষণ তাঁহাকে খোদাতায়ালার

আদেশ নিষেধ পালন করিতে, ইসলামের সীমা রক্ষা করিতে ও শরিয়তের কার্য্যসমূহ সুসম্পন্ন করিতে না দেখ, ততক্ষণ তাহা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইও না; তাঁহাকে খোদাতায়ালার মনোনীত ও অলি বলিয়া বিশ্বাস করিও না; বরং উহা শয়তানের ভেল্কি বলিয়া জানিবে।"

পীর আবু ছোলায়মান দারামী বলিয়াছেন,— "অনেক সময়ে আমার অন্তরে ছুফিদের তত্ত্বাজ্ঞান নিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু আমি কোরান ও হাদিছে—এই বিশ্বাসভাজন সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য ব্যতীত উহা গ্রহণ করি না।"

পীর জুন্নুন মিস্রী বলিয়াছেন,— "রীতি-নীতিতে, কার্য্যকলাপে ও আদেশ-নিষেধ ছুন্নতে হবিবে-খোদা মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করাই খোদাতায়ালার প্রেমের লক্ষণ।"

পীর বাশার হাফি (রঃ) বলিয়াছেন, "আমি স্বপ্নযোগে হজরত নবি (সাঃ) এর দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন,— "হে বাশার, তুমি কি জান যে, কি জন্য খোদাতায়ালা তোমার সমশ্রেণীগণের মধ্যে তোমাকে উচ্চ করিয়াছেন?" আমি বলিলাম,— 'হে নবিয়ে-করিম (সাঃ) আমি জানি না' হুজুর বলিলেন "তুমি আমার ছুন্নতের অনুসরণ, সাধু সম্প্রদায়ের সেবা, মুছলমান ভ্রাতৃগণের মঙ্গলকামনা এবং আমার আহলে-বয়েত ও ছাহাবাগণের প্রতি ভক্তি করিয়া থাক; এই জন্যই তুমি উচ্চ অলিগণের পদপ্রাপ্ত হইয়াছ।"

পীর আবু ছইদ খার্রাজ বলিয়াছেন যে, যে এল্‌মে-বাতেন (তাছাওয়োফ) এল্‌মে জাহেরি (শরিয়তের) বিপরীত হয়, উহা বাতিল, শয়তানী মন্ত্রণা ও নফছের কামনা।

পীর মোহাম্মদ বেনে-ফজল বলিয়াছেন, চারিটি কার্য্যে ইছলামের মহাক্ষতি সাধিত হয় ঃ— প্রথম বিদ্বানগণের এল্‌মে অনুযয়ী কার্য্য না করা; দ্বিতীয় নিরক্ষর ছুফিগণের বিনা এল্‌মে

কল্পিত মতে কার্য্য না করা; তৃতীয় নিরক্ষর লোকদিগের আলস্যবশতঃ শরিয়তের আহকাম শিক্ষা না করা ; এবং চতুর্থ পীর নামধারী লোকদিগের সাধারণ লোকদিগকে এলম্ শিক্ষা করিতে নিষেধ করা। উপরোক্ত বাক্যগুলি এমাম কোশায়রির গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। হে সত্যান্বেষী জ্ঞানীবৃন্দ, এখন বিচার করুন, উল্লিখিত মহাত্মাগণ তরিকতের নেতৃস্থানীয় এবং মারেফত ও হকিকতের মহাতত্ত্বদর্শী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পবিত্র শরিয়তের সম্মান করিতেন এবং শরিয়তকে বাতিনী এলমের মূল নির্দ্ধারণ করিতেন। এখন কেহ নিরক্ষর তাপস দলের অনিষ্টমূলক কাণ্ডকলাপ ও বাতিল দাবিতে প্রতারিত হইও না। তহারা স্বয়ং বিনষ্ট ও বিনষ্টকারী, পথভ্রষ্টকারী, শরিয়তবর্জ্জিত, সত্য পথবিচ্যুত, শরিয়তধারী বিদ্বানগণের পথ হইতে বহির্ভুত এবং তরিকতের পীরগণের পথ হইতে দূরীভূত হইয়াছে। তাহাদের অনুসরণকারী ও প্রশংসাকারীদের উপর শতধিক্।— মহা অমঙ্গল ও মহাশস্তি হউক। তাহারা তাপস দলের পক্ষে খোদাপ্রাপ্তি-পথের দস্যুদল। উহারা সত্যকে অসত্যের সহিত যোগ করে এবং জ্ঞান-গোচরে সত্য গোপন করিয়া থাকে।

' হে তরিকতান্বেষী তুমি এল্ম (ধর্ম্ম বিদ্যা) অর্জ্জনের জন্য অবিরত সাধ্য-সাধনা কর এবং বর্ত্তমানকালের নিরক্ষর ছুফিগণের অসার বাক্যবলীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না; যেহেতু তাহারা বলিয়া থাকে যে, ধর্ম্মবিদ্যা, মোশাহাদা ও মোকাশাফার অন্তরালস্বরূপ; কাশফ কর্ত্তৃক ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে; কাজেই কেতাব পাঠ ও শিক্ষকের শিক্ষাগ্রহণের আবশ্যক নাহি। তাহাদের এই মত অমূলক, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও পথভ্রষ্টকারী; কারণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করা ফরজ; হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) এর হাদিছ অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করিলেই উহা লাভ হইতে পারে। খোদাতায়ালার কোরান ও হবিবে-খোদার (সাঃ) হাদিছ উক্ত ধর্ম্মজ্ঞানের মুল; কাশফ ও এল্হাম কর্ত্তৃক উহা লাভ হয় না এবং উহাতে এই উম্মতের মধ্যে ছাহাবাগণই শ্রেষ্ঠতম ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহারা শরিয়তের

দলীলসমূহ হইতে ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে মতভেদ করিয়াছেন এবং কোরান ও হাদিছকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই বলেন নাই যে, আমার প্রতি অমুক বস্তু হারাম কি হালাল সম্বন্ধে এলহাম হইয়াছে। যদি উক্ত ছুফিদল দাবি করে যে, তাহারা কাশফ কর্ত্তৃক এল্‌ম ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ছাহাবাগণ যে, পদলাভে সমর্থ হয় নাই, ইহারা তাহা লাভে সমর্থ হইয়াছে, তবে তাহারা বেদায়াত-মতাবলম্বী ও ছুন্নত জামাত ভ্রষ্ট। যদি তাহাদের মধ্যে কাহাকে রিয়া, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, আত্মগরিমা ও অসৎ চরিত্রের সম্বন্ধে বা তৎসমুদয়ের প্রতিকারের সম্বন্ধে, অথবা নিয়ত (সাধুসঙ্কল্প) তওবা (পাপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন) তাওয়াক্কোল (খোদার উপর আত্মনির্ভর করা) ধৈর্য্য (ছবর) ও কৃতজ্ঞতার (শোকরের) তুল্য সৎস্বভাবের সম্বন্ধে, উক্ত চরিত্র গঠন সম্বন্ধে কিম্বা উহার ক্রটী সংশোধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে তাহারা নির্ব্বাক ও লজ্জিত হয়, প্রলাপোক্তি করে এবং বাতিল দাবি ও অমূলক বাক্যালাপ করে। বরং যদি তাহাদিগকে নামাজের ফরজসমূহ, অজু এবং এস্তেঞ্জার (মলমূত্র হইতে পবিত্র হওয়ার) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে নিরুত্তর হয় ও বিব্রত হইতে থাকে। তাহাদের অনেকেই খোদাতায়ালা ও পয়গাম্বরগণের সম্বন্ধে আকিদা শুদ্ধ করিতে পারে নাই। এবং তাহারা ধারনা করে যে, নিশ্চয় খোদাতায়ালা আকাশে অবস্থান করেন ও তাঁহার অবয়ব আছে। তাহাদের অধিকাংশেই নামাজ পড়িতে রুকু, ছেজদা ও কেয়ামের নিয়মাদি (তা'দিলে আরকান) পালন করে না, কিন্তু ইহা ফরজ অথবা ওয়াজেব। উহারা কোরান শুদ্ধ পাঠ করিতে পারে না কিন্তু ইহা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। উপরোক্ত দোষ ক্রটী সত্ত্বেও তাহারা দাবী করে যে, তাহারা খোদাপ্রাপ্তি লাভে ও মোকাশাফার জ্যোতিঃ দর্শনের সমর্থ হইয়াছে। ইহা নিতান্ত অসম্ভব অবশ্য তাহারা শয়তানের (শিবিরের) নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ও তাহার কুহকে প্রতারিত হইয়াছে এবং তাহার কুমন্ত্রণা অনুযায়ী কার্য্যকারী হইয়াছে। ইহাও

সম্ভব যে, তাহারা সাধনার গুণে বা শয়তানের ভেল্কিতে অলৌকিক ভাবে কোন কোন বিষয়ের কাশফ করিয়া থাকে (অদৃশ্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকে), — যেরূপ সাধনাকারী কাফেরগণ কর্ত্তৃক উহা (সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া) বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা উহাকে কারামত ও বেলায়েত (পীরত্ব) বলিয়া ধারণা করে এবং নির্ব্বোধেরা উহা দ্বারা প্রতারিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। আপনারা ইতিপূর্ব্বে ছোলতানোল-আরেফিন আবু এজিদ বাস্তমির উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন যে, — তোমরা কোন ব্যক্তিকে বায়ুর উপর উপবিষ্ট দর্শন কর তথাপি যতক্ষণ তাহাকে শরীয়তের আদেশ নিষেধ পালন করিতে বা ইসলামের সীমা রক্ষা করিতে না দেখ, ততক্ষণ তাহা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইও না এবং তাহাকে অলি বলিয়া ধারণা করিও না।" তরিকায়ে মোহাম্মদীর টীকা. — ৮০ — ৩৮ পৃষ্ঠা।

কথিত আছে যে, হজরত পীরানে পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কোঃ) নির্জ্জনবাস অবলম্বনপূর্ব্বক এবাদত কার্য্যে নিমগ্ন ছিলেন; হঠাৎ একরাত্রি জগৎ আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমতবস্থায় একজন শব্দকারী শব্দ করিয়া বলিতে লাগিল,— " হে আবদুল কাদের আমার এবাদতের (উপাসনার) জন্য তুমি কঠোর সাধনা করিয়াছ এবং তুমি উপযুক্ত এবাদত সম্পূর্ণ করিয়াছ। এই জন্য আমি বস্তুসমূহের অবৈধভাব বিদূরিত করিলাম এবং তোমার পক্ষে সমস্ত বস্তু মোহাব (বৈধ) করিলাম। ইহার পরে তুমি যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। নিশ্চয় আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" তৎশ্রবণে পীরানে পীর আবদুল কাদের (কোঃ) বলিলেন, — " হে শয়তান আমি তোমার অপকারিতা হইতে খোদাতায়ালার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি" তখন উক্ত জ্যোতি সমূহ নির্ব্বাপিত হইয়া অন্ধকার ঘনীভূত হইল এবং একজন লোক (শয়তান) বলিতে লাগিল, " হে আবদুল কাদের, নিশ্চয় তুমি এলমের প্রভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় আমি এই স্থলে বহু তাপস ও সংসারবিরাগী লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছি।" তরিকায়

মোহাম্মদী—৩৮৮ পৃষ্ঠা।

হজরত পীরানে-পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কোঃ) স্বীয় " ছের্‌রল্ আছ্‌রার " গ্রন্থের তেইশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,— "মারফতি ফকিরগণ বার দলে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে একদল ছুন্নি। ইহারা ধর্ম্মে ও কর্ম্মে শরিয়ত তরিকত পালন করিয়া থাকেন। কোরান হাদিছকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ লোক বিনা হিসাবে বিনা শাস্তিতে বেহেশেতে প্রবেশ করিবেন। অপর কিয়দংশ সহজ হিসাব ও সামান্য শাস্তির পর দোজখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বেহেশেত প্রবেশ করিবেন। ইহারা কাফের ও মোনাফেক দলের ন্যায় চির জাহান্নামী হইবেন না। অবশিষ্ট এগার দল সমস্তই জাহান্নামী।"

নিম্নে এগার দল দোজখবাসীর যথাযথ পরিচয় দেওয়া গেল ঃ— প্রথম দল হলুলিয়া নামে অভিহিত হয়। ইহাদের মত এই যে, সুন্দরী স্ত্রীলোক ও কিশোর বয়স্ক সুন্দর বালকদিগের মুখের দিকে দৃষ্টীপাত করা হালাল। ইহারা নৃত্য করিয়া থাকে এবং নৃত্যকালে উহাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা হালাল বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু ইহা কাফেরি কার্য্য।

দ্বিতীয় দলের নাম হালিয়া। ইহারা বলিয়া থাকে যে, নৃত্য করা ও হাতে তালি দেওয়া হালাল এবং পীরের এরূপ কোন অবস্থা আছে—যাহা প্রকাশ করিতে শরিয়ত অক্ষম। ইহা বেদয়াত ও হজরত নবিয়ে করিমের (সাঃ) ছুন্নতের খেলাফ মত।

তৃতীয় আওলিয়া সম্প্রদায়। ইহাদের মত এই যে, যখন কোন লোক অলির পদ প্রাপ্ত হয়। তখন সে ব্যক্তি শরিয়তের কষ্টসাধ্য আহকাম হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের ধারণা এই যে, নবী অপেক্ষা অলি শ্রেষ্ঠতর, — কেননা নবীর এল্‌ম হজরত জিবরাইল (আঃ) এর মধ্যস্থতায় লাভ হইয়া থাকে, আর অলির এল্‌ম কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত খোদাতায়ালার কর্ত্তৃক লাভ হইয়া

থাকে। এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অন্যায়। এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা তাহারা কাফের ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থ শামরানিয়া দল। ইহারা বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালার সঙ্গলাভ নিত্য; ইহার জন্য শরিয়তের আদেশ নিষেধ রহিত হইয়া যায়। ইহারা 'দফ্' ও তানপুরার বাদ্য এবং সমস্ত প্রকার আমোদ প্রমোদকে হালাল ধারণা করে। ইহারা স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহ করা আবশ্যক মনে করে না। এই সম্প্রদায়ের লোক কাফের; ইহাদের রক্তপাত করা হালাল।

পঞ্চম হোব্বিয়া শ্রেণী। ইহাদের মত এই যে, যখন কোন মনুষ্য প্রেমের পদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় তখন সে শরিয়তের কষ্ট সাধ্য ব্যবস্থাসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহারা শরিয়তের বিধি ব্যবস্থা পালনে বাধ্য হইয়া থাকে না— বরং উলঙ্গ অবস্থায় থাকে।

ষষ্ঠ হুরিয়া দল। ইহারা উপরোক্ত হালিয়া সম্প্রদায়ের তুল্য মতধারী। ইহারা দাবী করিয়া বলে যে, তাহারা মোরাকাবা মোশাহাদা কালে হুরের সহিত সঙ্গম করিয়া থাকে; অনন্তর যখন চৈতন্য লাভ করে, তখন অবগাহন করিয়া থাকে। এই মতের জন্য ইহারা বিনষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম এবাহিয়া সম্প্রদায়। ইহারা বলে যে, সৎকার্য্য আদেশ ও অসৎকার্য্য নিষেধ করা অনুচিত। ইহারা হারামকে হালাল জানে এবং স্ত্রীলোক মাত্রকেই বৈধ বলিয়া ধারণা করে।

অষ্টম মোতাকাছেলা শ্রেণী। ইহারা ব্যবসায় বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, এবং আপনাদিগকে সংসার ত্যাগী বলিয়া দাবি করে। এতদ্ব্যতীত ইহারা কষ্টসহিষ্ণু এবং বিপদে ধৈর্য্যশীল বলিয়াও আস্ফালন করে।

নবম মোতাজাহেলা দল। ইহারা পাপাচারীর ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। এবং যাহা তাহাদের অন্তরে আছে, তাহার বিপরীত দাবী করে। পরন্ত খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "তোমরা ঐ সমস্ত

লোকের দিকে আকৃষ্ট হইও না—যাহারা নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহা হইলে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।

আরও হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) বলিয়াছেন,— "যাহারা যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিবে, তাহারা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে।"

দশম ওয়াকেভিয়া সম্প্রদায়। ইহারা মারেফাত অন্বেষণ ত্যাগ করিয়া বলিয়া বেড়ায় যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কেহ কখনও খোদাতায়ালাকে চিনিতে পারে না। এইরূপ মূর্খতার জন্য ইহারা বিনষ্ট হইয়াছে।

একাদশ এলহামিয়া সম্প্রদায়। ইহা দিনী এলম (ধর্ম্মবিদ্যা) অন্বেষণ ও শিক্ষা ত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতাবলম্বন করে। ইহারা বলে যে, কোরান শরিফ (খোদাপ্রাপ্তিপথের) অন্তরাল স্বরূপ। কবিতাবলীই তরিকতের কোর-আন, এই ধারণায় ইহারা কোরান ও অজিফা ত্যাগ করতঃ কবিতাবলী শিক্ষা করিয়া পথভ্রষ্টশ হইয়া যায়।"

জেকরকালে নর্ত্তন ও কুর্দ্দন নাজায়েজ হইবার অকাট্য প্রমাণ

"তফছির কুরতবিতে বর্ণিত আছে যে,— লোকে এমাম আবুবকর করতুসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন '— " হে আমাদের অগ্রণী ফেক্বাহ্-তত্ত্ববিদ্ আপনি এসম্বন্ধে কি বলেন যে, একদল লোক স্থানবিশেষ সমবেত হইয়া অধিক পরিমাণে খোদাতায়ালার জেকর ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর বিষয়ে উত্থাপন করিতে থাকেন তৎপরে ঢোল বাজাইতে থাকে, তাহাদের কতক লোক দণ্ডায়মান হইয়া লাফালাফি ও ছটফট করিতে করিতে অচৈতন্য

হইয়া পড়ে এবং (তথায়) তাহা কিছু খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করিয়া থাকে— ইত্যাদি। ঐ সকল লোকের নিকট কাহারও উপস্থিত হওয়া জায়েজ কিনা ? খোদাতায়ালা আপনার উপর অনুগ্রহ বিতরণ করুণ, আপনি আমাদিগকে ইহার ব্যবস্থা প্রদান করুণ ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন,— খোদাতায়ালা তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। এইরূপ ছুফিদের মত বাতীল, মূর্খতা ও গোমরাহী ভিন্ন আর কিছু নহে। খোদাতায়ালার কোরান ও রছুলের (ছাঃ) হাদিছ ভিন্ন ইছলাম অন্য কিছুই হইতে পারে না। নাচানাচি ও ছটফট করার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ছামিরীর শিষ্যগণই প্রথমে উহার অনুষ্ঠান করিয়াছিল,— যে সময় ছামিরী তাহাদের জন্য রক্তমাংসধারী শব্দকারী গো-বৎসের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে সময়ে তাহারা উহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া লাফালাফি ও ছটফট করিয়াছিল; ইহা কাফেরদের ও গো-বৎসপুজকদের রীতি। উহারা মুছলমানদিগকে খোদাতায়ালার কোরান হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যেই উহা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। হজরত রাছুলোল্লাহ (ছাঃ) এর সভায় তাঁহার সহচরগণ এরূপ শান্তভাবে বসিয়া থাকিতেন—যেন তাঁহাদের মস্তকে পক্ষী বসিয়া আছে। বাদশাহ বা তাঁহার প্রতিনিধিগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগকে মছজিদ প্রভৃতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা কর্ত্তব্য। যে কেহ খোদা ও শেষ দিবসের (কেয়ামতের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহার পক্ষে উক্ত লোকদিগের নিকট উপস্থিত হওয়া এবং তাহাদের বাতীল কার্য্যে সাহায্য করা জায়েজ নহে। ইহা এমাম আবু-হানিফা, এমাম মালেক, এমাম শাফিয়ি ও এমাম আহমদ বেনে হাম্বাল এবং মোছলেম-জগতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ এমামগণের মত।' — তফছীরে জোমাল; ৩য় খণ্ড — ১০৭ পৃষ্ঠা।

এমাম কাতাদা বলিয়াছেন, —" খোদাতায়ালা অলিউল্লাহদিগের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে এবং খোদাতায়ালার জেকরে তাঁহাদিগের অন্তর শান্তি প্রাপ্ত হয়।

খোদাতায়ালা ইহা বলেন নাই যে, তাঁহারা হৃতজ্ঞান ও অচৈতন্য হইয়া পড়িবে; ফলতঃ কেবল বেদয়াতি দলেরই জ্ঞান নষ্ট ও চৈতন্য রহিত হয়; ইহা শয়তান কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে।

হজরত জোবাএর ছাহাবার (রাঃ) পৌত্র আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, — "আমি আমার পিতামহী, (হজরত) আবু-বকরের (রাঃ) কন্যা হজরত আছমার (রাঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যে সময় হজরত রছুলোল্লাহ (সাঃ) কর্ত্তৃক কোরান শরিফ পাঠ করা হইত, তখন তাঁহারা কিরূপ ভাবে প্রকাশ করিতেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, — "মহিমান্বিত ও মহা গৌরবান্বিত খোদাতায়ালা তাঁহাদের যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা সেইরূপ ভাবাপন্ন হইতেন— অর্থাৎ তাঁহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইত এবং তাঁহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠিত।" তৎশ্রবণে আমি বলিলাম বর্ত্তমান কালে এরূপ একদল লোকের আর্বিভাব হইয়াছে যে, যদি তাহাদের নিকট কোরাণ পাঠ করা হয় তবে তাহাদের কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনি বলিলেন,—'আমি খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" নিশ্চয় হজরত এবনে ওমর (রাঃ) জনৈক এরাকবাসী ভূপতিত লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, — ইহার অবস্থা কি?" লোকে বলিল, যে সময় তাহার নিকট কোরাণ পাঠ করা হয়, অথবা যখন সে খোদাতায়ালার জেকর শ্রবণ করে, সে ভূপতিত। তৎপরে হজরত এবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন,— "নিশ্চয় আমরা খোদাতায়ালার ভয় করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা ভূপতিত হই না। তিনি আরও বলিলেন, — নিশ্চয় শয়তান তাহাদের কাহারও উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে। কারণ ইহা হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ছাহাবাগণের কার্য্যে ছিল না।" হজরত এবনে ছিরিনের (রঃ) নিকট ঐ লোকদিগের বিষয় উত্থাপন করায় তিনি বলিয়াছেন,— "আমাদের ও তাহাদের মধ্যে এই শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হউক যে, তাহাদের কেহ গৃহের উপরিভাগে (উর্দ্ধচুড়ে বা ছাতে) দুই পদ বিস্তার পূর্ব্বক উপবেশন করুক,

তৎপরে তাহার নিকট প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোরাণ পাঠ করা হউক; ইহাতে যদি সে ব্যক্তি আপনাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে, তবে সে সত্যবাদী।" তফছির মায়ালেমঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড — ৬১ পৃষ্ঠা।

এমাম ওয়াহেদী তফছির গ্রন্থে কাতাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা— " কোরাণ শরিফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অলিউল্লাহগণের লক্ষণ এই—মোকাশাফা ও মোশাহাদাকালে কখনও তাঁহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে এবং কখনও তাঁহাদের চর্ম্ম ও অন্তর খোদাতায়ালার জেক্রের জন্য কোমল হইয়া যায়। কিন্তু কোরাণ শরিফে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, নিশ্চয় তাহাদের জ্ঞান রহিত হয় এবং তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বিকম্পিত হয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যদি উক্ত ভাব সকল পরিলক্ষিত হয় — অর্থাৎ যদি তাহাদের জ্ঞান রহিত হয় ও শরীর কম্পিত হয়, তবে নিশ্চয় উহা শয়তান কর্ত্তৃক হইয়া থাকে।" — তফছির কবির, ৭ম খণ্ড; ২৪৭-২৪৮ পৃষ্ঠা।

এস্থলে অন্য একটি সমালোচনার আবশ্যক হইতেছে—উহা এই যে, শেখ আবুহামেদ গাজ্জালি এই মাছলাটি ' এহইয়াওল উলুম ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এরূপ অনেক লোককে দেখিতে পাই যে, মিলন ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত কবিতা ও সঙ্গীত শ্রবণকালে তাহাদের মধ্যে কঠিন ' যজবা ' প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোরাণ শরিফের আয়ত সমূহ শ্রবণে তাহাদের এরূপ কোন অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। তৎপরে তিনি এই বিষয়টি মান্য করিয়া উহার কয়েক প্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এমাম রাজি বলেন, আমি এরূপ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে একান্ত অক্ষম; কেননা আমি যে সময়ে কোরাণ শরিফের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন আমার চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয় ও হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হয়। আর যে সময় উক্ত কবিতাবলী শ্রবণ করি, তখন আমার মধ্যে পরিহাস বলবৎ হয় এবং কখনও আমার অন্তরে

তৎপরে তাহার নিকট প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোরাণ পাঠ করা হউক; ইহাতে যদি সে ব্যক্তি আপনাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে, তবে সে সত্যবাদী।" তফছির মায়ালেমঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড — ৬১ পৃষ্ঠা।

এমাম ওয়াহেদী তফছির গ্রন্থে কাতাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা— "কোরাণ শরিফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অলিউল্লাহগণের লক্ষণ এই—মোকাশাফা ও মোশাহাদাকালে কখনও তাঁহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে এবং কখনও তাঁহাদের চর্ম্ম ও অন্তর খোদাতায়ালার জেক্রের জন্য কোমল হইয়া যায়। কিন্তু কোরাণ শরিফে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, নিশ্চয় তাহাদের জ্ঞান রহিত হয় এবং তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বিকম্পিত হয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যদি উক্ত ভাব সকল পরিলক্ষিত হয়— অর্থাৎ যদি তাহাদের জ্ঞান রহিত হয় ও শরীর কম্পিত হয়, তবে নিশ্চয় উহা শয়তান কর্ত্তৃক হইয়া থাকে।" — তফছির কবির, ৭ম খণ্ড; ২৪৭-২৪৮ পৃষ্ঠা।

এস্থলে অন্য একটি সমালোচনার আবশ্যক হইতেছে—উহা এই যে, শেখ আবুহামেদ গাজ্জালি এই মাছলাটি 'এহইয়াওল উলুম' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এরূপ অনেক লোককে দেখিতে পাই যে, মিলন ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত কবিতা ও সঙ্গীত শ্রবণকালে তাহাদের মধ্যে কঠিন 'যজবা' প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোরাণ শরিফের আয়ত সমূহ শ্রবণে তাহাদের এরূপ কোন অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। তৎপরে তিনি এই বিষয়টি মান্য করিয়া উহার কয়েক প্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এমাম রাজি বলেন, আমি এরূপ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে একান্ত অক্ষম; কেননা আমি যে সময়ে কোরাণ শরিফের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন আমার চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয় ও হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হয়। আর যে সময় উক্ত কবিতাবলী শ্রবণ করি, তখন আমার মধ্যে পরিহাস বলবৎ হয় এবং কখনও আমার অন্তরে

তৎপরে তাহার নিকট প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোরাণ পাঠ করা হউক; ইহাতে যদি সে ব্যক্তি আপনাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে, তবে সে সত্যবাদী।" তফছির মায়ালেমঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড — ৬১ পৃষ্ঠা।

এমাম ওয়াহেদী তফছির গ্রন্থে কাতাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা— "কোরাণ শরিফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অলিউল্লাহগণের লক্ষণ এই—মোকাশাফা ও মোশাহাদাকালে কখনও তাঁহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে এবং কখনও তাঁহাদের চর্ম্ম ও অন্তর খোদাতায়ালার জেক্‌রের জন্য কোমল হইয়া যায়। কিন্তু কোরাণ শরিফে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, নিশ্চয় তাহাদের জ্ঞান রহিত হয় এবং তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বিকম্পিত হয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যদি উক্ত ভাব সকল পরিলক্ষিত হয়— অর্থাৎ যদি তাহাদের জ্ঞান রহিত হয় ও শরীর কম্পিত হয়, তবে নিশ্চয় উহা শয়তান কর্ত্তৃক হইয়া থাকে।" — তফছির কবির, ৭ম খণ্ড; ২৪৭-২৪৮ পৃষ্ঠা।

এস্থলে অন্য একটি সমালোচনার আবশ্যক হইতেছে—উহা এই যে, শেখ আবুহামেদ গাজ্জালি এই মাছলাটি 'এহইয়াওল উলুম' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এরূপ অনেক লোককে দেখিতে পাই যে, মিলন ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত কবিতা ও সঙ্গীত শ্রবণকালে তাহাদের মধ্যে কঠিন 'অজদ' প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোরাণ শরিফের আয়ত সমূহ শ্রবণে তাহাদের এরূপ কোন অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। তৎপরে তিনি এই বিষয়টি মান্য করিয়া উহার কয়েক প্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এমাম রাজি বলেন, আমি এরূপ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে একান্ত অক্ষম; কেননা আমি যে সময়ে কোরাণ শরিফের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন আমার চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয় ও হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হয়। আর যে সময় উক্ত কবিতাবলী শ্রবণ করি, তখন আমার মধ্যে পরিহাস বলবৎ হয় এবং কখনও আমার অন্তরে

উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। আমি ধারণা করি যে ইহাই সত্য ও সরল পথ। উহার কয়েকটি কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম এই যে উক্ত কবিতাবলীতে কতকগুলি শব্দ আছে, যাহাতে মিলন, বিচ্ছেদ, প্রেম প্রভৃতি বুঝা যায়। তৎসমস্ত মনুষ্য জাতির উপর প্রযোজ্য; ঐ সকল শব্দ খোদাতায়ালার উপর প্রয়োগ করা কাফিরী কার্য্য। এক্ষণে যদি উক্ত অবস্থাগুলির এরূপ মর্ম্মসমূহের গ্রহণ করা হয় — যাহা খোদাতায়ালার উপর প্রয়োগ করা সিদ্ধ, তবে তৎসমস্ত হৃদয়ঙ্গম করা মহাপ্রবীণ বিদ্বান ব্যতীত সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত; কিন্তু কোরাণ শরিফের মর্ম্মসমূহ খোদাতায়ালার উপর প্রয়োগ করা সিদ্ধ, যে কেহ উহা অবগত হয়, তাহার হৃদয়ে আসক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কেননা যাহার ইমানের জ্যোতিঃ আছে, খোদাতায়ালার বাণী শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ের আন্দোলন অধিকতর প্রবল হইবে।

দ্বিতীয় আমি কোন মহত্মার নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, রূপ ও বাক্যের এক প্রকার আকর্ষণী আছে; কোন রূপবান বক্তা হইতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহারও একপ্রকার আর্কষণী থাকে, কেননা বক্তার নিজের শক্তি উক্ত বাক্যকে আত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সহয়াতা করে। কিন্তু কোরাণ স্বয়ং খোদাতায়ালার বাক্য; তিনি হজরত জিবরাইল (আঃ) এর মধ্যস্থতায় নিষ্পাপ রছুলের প্রতি প্রচার করার উদ্দেশ্যে উহা প্রেরণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কবিতাবলীর বক্তা একজন মিথ্যাবাদী, কামাসক্ত পাপোত্তেজক মনুয্য মাত্র।

তৃতীয় কোরাণ শরিফের উদ্দেশ্য সত্য পথ প্রদর্শন করা; কিন্তু কবিতাবলীর উদ্দেশ্য বাতীল পথে আর্কষণ করা। কোরান শরিফ ও কবিতামালার মধ্যে এই তিন প্রকার প্রকাশ্য প্রভেদ আছে। — তফছির কবির।

এমাম হাছান বাসারি বলিয়াছেন, — "হজরত নবিয়ে-করিম (সাঃ) এর সময়ে কয়েকদল লোক ধারণা করিতেন, যে,

নিশ্চয় তাহারা খোদাতায়ালার প্রেম করিয়া থাকেন; সেই হেতু খোদাতায়ালা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহারা যেন স্ব স্ব কার্য্যের দ্বারা তাহাদের কথার সত্যতা সপ্রমাণ করে। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার প্রেমের দাবী করে এবং তাঁহার রছুলের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী খোদাতায়ালার প্রেমালোচনা করে এবং জেকুরের সঙ্গে দুই হস্ত তালি দেয়, আনন্দ প্রকাশ করে, নৃত্য ও চীৎকার করে এবং অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তবে তুমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করিবে যে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি জানে না যে, খোদাতায়ালা কে? খোদাতায়ালার প্রেম কি? হস্তে তালি বাজান, আনন্দ প্রকাশ করা, চীৎকার ও অচৈতন্য হওয়াই বা কি? নিশ্চয় সে ব্যক্তি একটি রূপবতী প্রণয়িণীর কামজ রূপ স্বীয় অপবিত্র অন্তরে অঙ্কিত করিয়া নিজ মূঢ়তা ও স্বভাবের দোষে তাহাকেই খোদাতায়ালা বলিয়া অভিহিত করে। তৎপরে উক্ত রূপলাবণ্যের চিন্তায় বিমোহিত হইয়া হস্তে তালি বাজায়, আনন্দ প্রকাশ করে, চীৎকার করে ও অচৈতন্য হইয়া পড়ে।" — তফছীর কাশ্শাফ প্রথম খণ্ড — ৩৩১ পৃষ্ঠা।

"অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গোনাহর মধ্যে কোরান, তছবিহ ও কলেমা পাঠকালে নর্ত্তন, কুর্দ্দন ও ছটফট করা; ইহার প্রত্যেকটী ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে গণ্য; হজরতের হাদিছে ইহার অনুমতি নাই। বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ ছুফি যাহা করিয়া থাকে, তাহাও উহার অন্তভুর্ক্ত এবং অন্যান্য গোনাহ হইতে উহা কঠিনতর। — যেহেতু তাহারা উক্ত কার্য্যকে এবাদত ধারণা করিয়া থাকে, এই হেতু তাহাদের কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। শায়খোল-ইছলাম গিলানী, বাজ্জাজী ও এবনো-কালাম পাশা উপরোক্ত কার্য্যকে স্পষ্ট কফেরী বলিয়াছেন—কেননা উহাতে এজমার এন্‌কার করা হয়। শায়েখ-এবরাহিম হালাবি বলিয়াছেন, — "আমি কোন নর্ত্তন কুর্দ্দনকারীর উপর এনকার করিয়াছিলাম। সে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া বলিতে লাগিল — " এই বিদ্বানগণ মদ্যপায়ীর উপর এনকার করেন না, আমাদের উপর এনকার করিয়া থাকেন।"

এবরাহিম হালাবি বলিলেন, — নর্ত্তন, কুর্দ্দন করা মদ্যপান অপেক্ষা কঠিনতর, কারণ মদ্যপায়ী মদ্য পান করা হারাম ধারণা করে, এজন্য অনেক সময় তওবা এস্তেগফার করিয়া থাকে; আর নর্ত্তন কুর্দ্দনকারী নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা এবাদত ধারণা করিয়া থাকে এই হেতু এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে না এবং উহার গৌরব করিয়া থাকে এবং লোকের নিকট গৌরব আকাঙ্খা করে।" ইবলিছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, — আমি গোনাহর ভারে আদম সন্তানদিগের পৃষ্ঠদেশ চুর্ণ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা প্রভাবে আমার পৃষ্ঠদেশ চুর্ণ করিয়া দিয়াছে।" নর্ত্তন কুর্দ্দনকারীদের দুই প্রকার গোনাহ আছে ঃ— প্রথম হারাম কার্য্যেকে হালাল জানা দ্বিতীয় তওবা হইতে বিরত থাকা।" — তরিকায়ে মোহাম্মদীর টীকা ১৫৮ — ১৬৬ পৃষ্ঠা।

এমাম আবুল-অফা এবনে আকিল বলিয়াছেন, — কোরআন শরিফ স্পষ্টভাবে নর্ত্তন কুর্দ্দন করিতে নিষেধ করিয়াছে।" তাতার-খানিয়া কেতাবে আছে, — " কোন অবস্থাতেই নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা জায়েজ নহে।" জখিরা কেতাবে আছে— উহা গোনাহ কবিরা।"

এমাম বাজ্জাজী স্বীয় ফাতাওয়ায় লিখিয়াছেন, " এমাম কোরতবি আপন গ্রন্থের বহু স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় গীত-বাদ্য করা ও নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা চারি এমামের এজমা মতে হারাম।" ছুফীকুলের শিরোমনি আহমদ নাছাবি উক্ত নর্ত্তন-কুর্দ্দন হারাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শায়খোল-ইসলাম জালালোল মেল্লাতে-অদ্দিন গিলানি স্বীয় ' ফাতাওয়ায় লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি নর্ত্তন-কুর্দ্দন করাকে হালাল জানে, সে কাফের হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা এজমা মতে হারাম। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উহাকে হালাল জানিবে, তাহার কাফের হওয়া অনিবার্য্য। শায়েখ জামাখশারি ' কাশ্শাফে ' উক্ত দলের সম্বন্ধে কঠিন শব্দসমূহ প্রয়োগ করিয়াছেন। নেহায়া গ্রন্থ প্রণেতা ও এমাম মহবুবি তদপেক্ষা কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

হাবিল-মোনইয়াতে বর্ণিত হইয়াছে,— " জেক্‌রকালে নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা, ভূমির উপর পদাঘাত করা ধাবিত হওয়া ও চতুর্দ্দিকে ঘুর্ণন করা কাফেরি কার্য্য। উহা হালাল বা মোবাহ বুঝিলে কাফের হইতে হয়।"

এমাম ছাহরাওয়ার্দ্দি হইতে বর্ণিত হইয়াছে,— " আবুল আব্বাছ বলিয়াছে, " শয়তানের দল উলঙ্গাবস্থায় উক্ত দলের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে; যাহারা গীত-বাদ্য ও নর্ত্তন-কুর্দ্দনে সংলিপ্ত হয়, শয়তান তাহাদের মধ্যে ক্রীড়া করিতে থাকে এবং তাহাদের মুখে ফুৎকার করে, ইহাতে তাহারা নর্ত্তন-কুর্দ্দনে মত্ত হইয়া যায়।" এমাম রাজি বলিয়াছেন,—" নিশ্চয় তাহারা পাপাচারীদের তুল্য নর্ত্তন-কুর্দ্দন করে, গর্দ্দভের তুল্য শব্দ করে এবং তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা সাধক শ্রেণীর পথাবলম্বী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা কাফেরদের অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট।"

এমাম-মহবুবি, এমাম আবুহানিফা, (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে,— " যে স্থানে নৃত্য গীত করা হয়, সে স্থান যতক্ষণ পর্য্যন্ত পবিত্র করা না হয়, কিম্বা উক্ত স্থানের মৃত্তিকা তিরোহিত করা না হয়, ততক্ষণ তথায় নামাজ জায়েজ হইবে না।" এমাম শাফিয়ি হইতে বর্ণিত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি তাহাদের মজলিশে উপস্থিত হইয়াছে সাক্ষী হওয়ার জন্য তাহাদের সাক্ষ্য জায়েজ হইবে না। এমাম আহমদ বেনে হাম্বল হইতে বর্ণিত হইয়াছে,—" যে ব্যক্তি তাহাদের মজলিশে উপস্থিত হইবে, তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।" মোল্লা আলি কারী প্রণীত কোতবোল-এতেনা।"

একজন মালেকি বিদ্বানের গ্রন্থের টীকাকার চারি এমামের মজহাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, হানাফিগণ বলিয়াছেন— " তাহারা যে বিছানার উপর নর্ত্তন-কুর্দ্দন করে যতক্ষণ উহা ধৌত করা না হয় ততক্ষণ উহার উপর নামাজ জায়েজ হইবে না। মালেকি

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন,— "যে ব্যক্তি প্রচলিত গীতের স্থানে উপস্থিত হইবে, সে গোনাহ্‌গার হইবে এবং যদি হালাল বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে কাফের হইবে।" শাফিয়ি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, "রাজ প্রতিনিধিগণের পক্ষে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য — ওয়াজেব।" হাম্বলী বিদ্বানগণ বলিয়াছেন,— "যদি সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তি তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়, তবে তাহার সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা বাতীল হইয়া যাইবে।" এইরূপ তবইনোল মাহারেম গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।

"বর্ত্তমান কালের ছুফিগণ কিশোর-বয়স্ক বালকদের, পাপীষ্ঠদের উলঙ্গ ও সাধারণ নিরক্ষরদের ও হতবুদ্ধি বেদয়াত মতাবলম্বীদের সহিত মিলিত হইয়া মছজিদ সমূহে নর্ত্তন-কুর্দ্দনসহ গীতের সুরে জেক্‌র করিয়া থাকে; তাহারা পবিত্রতা অর্থাৎ হালাল ও হারাম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ইমাম ও ইছলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ; তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় উচ্চ শব্দ করিতে থাকে। ব্যাঘ্রের তুল্য গর্জ্জন করেন এবং পাগলের মত বকিতে থাকে। উহারা সঙ্গীত উপলক্ষ্যে খোদাতায়ালার কোরান পরিবর্ত্তন করে; — আল্লাহতায়ালার জেকরের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করে, অর্থহীন শব্দ—"হাই! হুই! হি! হুয়া। হিয়া।" প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে থাকে। যদি কোন ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু, বিবেক-সম্পন্ন লোক উপরোক্ত ঘটনাবলী পরিদর্শন করেন, তবে যদিও ফেকহ্-তত্বে বুৎপন্ন না হন ও তাহাদের অবস্থা বিস্তারিত অবগত না থাকেন, তথাপি তিনি বিনা সন্দেহে নিশ্চয় বলিবেন যে, এই ছুফীদল ক্রীড়া-কৌতুককে নিজেদের ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছে। যে সমস্ত শরিয়তের ব্যবস্থাপক ও রাজ্য পরিচালক নেতৃস্থানীয় শক্তিসম্পন্ন লোক ইহা অবগত হইয়া এবং পরিদর্শন করিয়া এনকার না করেন, শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও উহার প্রতিকার না করেন, বরং উহাদের ভয় করিয়া চলেন কিম্বা উহাদের নিকট দোয়া (আশীর্ব্বাদ) প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের উপর কঠিন শাস্তি হইবে।

নেছাবোল-এহতেছাব, ২১ পৃষ্ঠা, — গীত-বাদ্য ও নর্ত্তন-

কুর্দ্দন করা জায়েজ কিনা? ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে, ইহা সম্পূর্ণ নাজায়েজ জখিরা কেতাবে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় উহা গোনাহ কবিরা।" আওয়ারেফ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, উক্ত কার্য্যটি মাননীয় পীরগণের পদের উপযুক্ত নহে; কেননা উহা ক্রীড়া-কৌতুকের তুল্য কার্য্য এবং শান্তিপ্রাপ্ত লোকের অবস্থার বিপরীত। বিশেষতঃ বহু বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ফেকহ্-তত্ত্ববিদের মতে উহা নিঃসন্দেহে হারাম ও কাফেরী কার্য্য।

গীত-বাদ্য হারাম হইবার প্রমাণ

পবিত্র কোরান শরিফে উক্ত হইয়াছে ঃ— "কতক লোক ক্রীড়াজনক কথা অবলম্বন করে। উদ্দেশ্য এই যে, (তদ্দ্বারা লোককে) বিনা-জ্ঞানে খোদার পথ হইতে বিচ্যুত করে এবং উহাকে (খোদাতায়ালার পথকে) উপহাষ করিয়া থাকে; ইহাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি আছে।" — কোরান ছুরা লোকমান।

উপরোক্ত আয়তে সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রামণিত হইতেছে। এই জন্য উহার হারাম হওয়ার মতাবলম্বন করিয়াছি যে খোদাতায়ালা সঙ্গীতকারীর নিন্দা করিয়াছেন এবং উহার জন্য দুর্গতিজনক শাস্তির অঙ্গীকার করিয়াছেন।— তফছীর আহমদী ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা।

খোদাতায়ালা সৌভাগ্যবান লোকদিগের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, কোরান শরিফ শ্রবণ করিলে, তাহাদের হৃদয় কোমল ও শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং হতভাগ্য দলের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, তাহারা কোরান শ্রবণ হইতে বিমুখ হইয়া গীত, বাদ্য ও বংশীধ্বনি শ্রবণে সংলিপ্ত হয়। হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, "ক্রীড়াজনক কথার" মর্ম্ম গীত। হজরত এবনে-

আব্বাছ, জাবের, একরামা, ছয়িদ, এবনে জোবায়ের মোজাহেদ, মকহুল আমর বেনে শোয়াএব ও আলি ক্রীড়াজনক কথার ঐ মর্ম্মই প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম হাছান বাছারি বলিয়াছেন যে, গীত ও বংশীধ্বনীর সম্বন্ধেই উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে।" তফছিরে এবনে কাছির, ৮ম খণ্ড— ৩ পৃষ্ঠা।

তফছিরে রুহোল মায়ানীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৪৬৩-৪৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হাছান বাছারি বলিয়াছেন — অমূলক গল্প, রহস্যজনক কথা, প্রলাপোক্তিসমূহ ও গীতি ইত্যাদি উক্ত আয়াতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। হজরত এবনে আব্বাছ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, গীত ও তদনুরূপ বিষয়গুলি নিষিদ্ধ হইয়াছে। হজরত এবনে-মছউদ উহার ব্যাখ্যায় সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই আয়তটী অধিকাংশ টীকাকারের মতে উচ্চশব্দে সঙ্গীতের নিন্দা-বিঘোষক। ছাহাবাগণের এবং সাধু বিদ্বানগণের বহু কথা প্রত্যেক প্রকার সঙ্গীতের প্রতিকূল বর্ণিত হইয়াছে।— তফছির এবনে জরীর ২১শ খণ্ড, ৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা।

এরূপ কোন হাদিছে প্রমাণ নাই যে, হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) এর সময়ে বা খলিফাগণের কিম্বা ছাহাবাগণের সময়ে কোন জেকেরের সভায় কোন প্রকার গীত বাদ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অথচ তাঁহারাই লোকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের প্রত্যাশী ছিলেন। যদি ইহাতে খোদার নৈকট্য লাভ হইত, তবে অবশ্য তাঁহারা একবারও উহা করিতেন; কিন্তু তাঁহারা কখনও এরূপ করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত সঙ্গীত জেকেরকারীদের মনে অশান্তি জন্মাইয়া দেয়; ইহাতে জেকেরের মর্ম্ম হৃদয়াঙ্গম করার সুযোগ হয় না। মর্ম্ম হৃদয়াঙ্গম করা ব্যতীত যে জেকরের কোন ফল হয় না। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত মত। মিনারা সমূহে তমজীদ নামীয় যে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করা হয়, অনভিজ্ঞদের মতে উহা নৈকট্য লাভের অবলম্বন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, বরং

তাহাদের অধিকাংশ লোক উহাতে মূল এবাদত বলিয়া ধারণা করে।" খোদাতায়ালার শপথ, উহা বিদ্বানগণের মতে এবাদতের অন্তর্গত হইতে পারে না। তঃ রুহোল-মায়ানি ৬ খণ্ড, ৪৬৮-৪৬৯ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান কালের ছুফীগণ যে সঙ্গীত করিয়া থাকেন, উহা নর্ত্তন কুর্দ্দন শূন্য হইলেও হারাম হইবে; কেননা উহার অনিষ্টকারিতা বর্ণনাতীত; অনেক সময় তাহারা অতিব কদর্য্য কবিতা শ্রবণ করিয়া থাকে এবং ইহা সত্ত্বেও উহা এবাদত ধারণ করিয়া লয়, আরও ইহা ধারণা করে যে, ইহাতে সমধিক সমুৎসুক ব্যক্তি সমধিক খোদা প্রেমিক বা খোদা ভীরু। খোদাতায়ালা উহাদিগকে নিবষ্ট করুন। যে ব্যক্তি উল্লিখিত এমাম কোশায়রি প্রভৃতির বর্ণনা অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহাদের 'ছামা' বা সঙ্গীত উক্ত লোকদিগের মতে নিন্দিত যাহাদিগকে নিজেদের মত সমর্থক বলিয়াও ধারণা করে, এবং যাহাদিগকে এক মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করে। উহাতে সুপারিশকারিগণ বিরুদ্ধাচারী এবং বন্ধুগণ শত্রু হয়। তদুপরি ইহাদের নর্ত্তন-কুর্দ্দন ও তানপুরা ধ্বনিকে বৃথা এবং উহাতে নির্ব্বুদ্ধিতার সহিত উন্মত্ত ভাব সংযোগ করিয়াছে, খোদাতায়ালা ইহাদের শক্তিকে চুর্ণ করুন। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, নর্ত্তন-কুর্দ্দনকারী ছুফিদিগের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না; ইহাও অসম্ভব নহে যে, গীত 'হাল' সম্পন্ন ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিতে পারে এবং উহার মধ্যে এমন ভাবের সৃষ্টি করিতে পারে — যাহা উহাকে নর্ত্তন কুর্দ্দন করিতে, করতালি দিতে চীৎকার করিতে, অচৈতন্য ও ধরাশায়ী হইতে, বস্ত্র ছিন্ন করিতে কিম্বা তত্তুল্য কার্য্য করিতে বাধ্য করে — যাহা হারাম কিম্বা মকরুহ। এতৎসম্বন্ধে আমার জ্ঞানে যদি উক্ত ব্যক্তি বিলক্ষণ রূপ বুঝিতে পারে যে, তাহা কর্ত্তৃক উক্ত কার্য্য সংঘটিত হইবে, তবে সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় উহা শ্রবণ করিলে উক্ত কার্য্যের অনুপাতে গোনাহগার হইবে। আর যদি তাহা কর্ত্তৃক উক্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে কি না সন্দেহ থাকে, তবে তাহার পরে উহা ত্যাগ করাই

কর্ত্তব্য। হাদিছে, হজরত বলিয়াছেন, — তুমি সন্দেহযুক্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্দেহ শূন্য কার্য্য কর। কতক লোক এরূপ আছে যে তাহারা সর্ব্বতোভাবে কোরাণ পাঠ করিলে শ্রবণ কিম্বা সুমিষ্ট স্বরে কোরাণ পাঠ শ্রবণ করিলে, তাহাদের ঐরূপ ভাব উপস্থিত হয়। কোরাণ ইত্যাদি শ্রবণে 'কামেল' ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ভাব সংঘটিত হওয়া অতি বিরল। লোকে হজরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, একদল লোক কোরাণ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া যায়, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কোরাণ এরূপ মহান যে, মনুষ্যদিগকে জ্ঞান হরণ করিতে পারে না; কিন্তু খোদাতায়ালা যাহা বালিয়াছে, তাহাই হইতে পারে যথা, — "যাহারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাঁহাদের চর্ম্ম সকল শিহরিয়া উঠে, তৎপরে খোদার জেকরে তাহাদের চর্ম্ম ও হৃদয় কোমল হইয়া যায়।' হজরত এবনে-ছিরীন (রাঃ) কে কোরাণ শ্রবণে আত্মহারা লোকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের ও তাহাদের মধ্যে এই শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হউক যে, তাহারা প্রাচীরের উপর উপবিষ্ট হউক, তৎপরে তাহাদের নিকট প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোরান পাঠ করা হউক, যদি এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়ী হয়, তবে তাহাদের দাবী সত্য।" — ঐ

বীণা, বাঁশী ইত্যাদি বাজান হারাম এবং উহা শ্রবণ করাও হারাম। এমাম বোখারি, আবুদাউদ, আহমদ, এবনে মাজা ও আবু নইম ছহিহ নির্দ্দোষ ছনদে নিম্নোক্ত হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন এবং অন্য একদল এমাম উক্ত হাদিছটি ছহিহ বলিয়াছেন। হাদিছটি এই; হজরত বলিয়াছেন, — "অবশ্য আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক এরূপ হইবে, যাহারা রেশম, শরাব, বাদ্যযন্ত্রসমূহ হালাল ধারণা করিবে।" ইহাতে সমস্ত প্রকার কৌতুকশীল বাদ্যযন্ত্র স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত হইল — ঐ ৪৭০-৪৭১, পৃষ্ঠা।

কোন কোন তাছাওয়ফপন্থী ছেতার, বেহালা, একতারা,

বেনু, বীণা, বাঁশী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রসমূহ হালাল প্রমাণ উক্ত গ্রন্থসমূহ কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন এবং তাহারা উক্ত গ্রন্থসমূহ খোদাতায়ালা, রছুল, ছাহাবাগণ, তাবিয়িগণ, ও ধর্ম্মপ্রাণ বিদ্বানগণের প্রতি আশ্চর্য্যজনক মিথ্যারোপ করিয়াছেন। ঐ লোকগুলি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, যাহাদের সহিত শয়তান ক্রীয়া করিয়াছে এবং তাহাদিগকে দুষ্ট রিপুর কামনা দূর দৃষ্টের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এইরূপ মতবলম্বী ব্যক্তিরা সত্যপথ ভ্রষ্ট হইয়াছে। কারণ উহার মধ্যে ও তাছাওয়ফের মধ্যে সহস্র ব্যবধান রহিয়াছে। যদি কোন মহৎ ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটী হালাল বলিয়াছেন বলিয়া তুমি প্রমাণ পাও, তবে তুমি ইহা দ্বারা প্রতারিত হইও না; কেননা উহা চারি এমাম ও অন্যান্য মহাত্মাদের মতের বিপরীত,— যাঁহাদের মত এরূপ অকাট্য দলিলসমূহ দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বাতীল মত স্থান পাইতেই পারে না এবং হজরত নবি করিম (সাঃ) ব্যতীত উহার বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির কথা পরিত্যক্ত হইতে পারে, প্রকৃত বিবেক-সম্পন্ন ও অমূলক কামনা-রহিত হৃদয়বান ব্যক্তির ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, উহা ধর্ম্মবহির্ভূত এবং পয়গম্বরগণের অগ্রণী হজরতের শরিয়তের উদ্দেশ্য বর্হির্ভূত মত।

অনেক টীকাকার বলিয়াছেন যে, ক্রীড়া জনক কথার মর্ম্ম সঙ্গীত হাদিছে লিখিত আছে হজরত বলিয়াছেন,— " নিশ্চয় খোদাতায়ালা আমাকে পথ-প্রদর্শক ও জগদ্বাসিদের অনুগ্রহ-স্বরূপ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে বাদ্যযন্ত্র — বেণু বীনা, একতারা, ছেতারা মন্দিরা, প্রভৃতি কাফেরী সময়ের কার্য্য লোপ করিবার আদেশ করিয়াছেন। " এবনে কামাল বলিয়াছেন, উক্ত হাদিছে যে " মাজামির " শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অর্থ বড় বংশী হইলেও উহা দ্বারা সমস্ত প্রকার সঙ্গীতের যন্ত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আরও হাদিছে আছে, যে, ব্যক্তি (স্বেচ্ছায়) সঙ্গীতের সুরে স্বীয় কর্ণদ্বয়কে পূর্ণ করিবে, বিচার দিবসে তাহাকে রুহানী

দিগের শব্দ শ্রবণ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না। লোকে জিজ্ঞাসা করিল হে রছুল (সঃ), রুহানী কাহারা হইবেন ? হজরত বলিলেন, — বেহেশতবাসী ফেরেশতা ও হুরদিগের মধ্যে যাহারা কোরান পাঠকারী, তাঁহারাই রুহানী নামে অভিহিত হইবেন। সূক্ষ্মতত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন , যাহারা কোরান শ্রবণের পরিবর্ত্তে ক্রীড়া কৌতুক, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সমূহের সমুর শ্রবণ করে, তাহারা উক্ত আয়ত অনুসারে পথভ্রষ্ট, ইহা বহু তফছিরে বর্ণিত আছে। কোরান-শরিফ সমস্ত বাক্যের মধ্যে সমধিক সত্য ও সুমধুর, মনোনিবেশন পূর্ব্বক উহা শ্রবণ করিলে, খোদার অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়। সুমধুর স্বরে উহা পাঠ করা মোস্তাহাব, কিন্তু যদি উহা এরূপ দীর্ঘ সুরে পাঠ করা হয় যে, উহাতে একটি অক্ষর বেশী কিম্বা অস্পষ্ট করিয়া ফেলে, তবে উহা হারাম হইবে। ছেতার, বেহালা, একতারা প্রভৃতি সঙ্গীতের যন্ত্রসমূহ ও বাদ্যযন্ত্রসূহ যে, হারাম, ইহাতে মতভেদ নাই।" তফছিরে-রুহোল মায়ানী, ৩য় খণ্ড, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা।

উক্ত আয়তে যে সঙ্গীত ও বাদ্য হারাম হইয়াছে, ইহার প্রমাণ তফছীর দোরেমনসুর পঞ্চম খণ্ড, ১৫৯/১৬০ পৃষ্ঠায়, কাশ্বাফ— তৃতীয় খণ্ড; ৪১১ পৃষ্ঠায়, মাদারেক দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠায় খাজেন ও মায়ালেম, ৫ম খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠায়, আব্বছি ৪র্থ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠায় ছেরাজোল মোনির ৩য় খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠায় এবং বাহারে মুহিত ৭ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

পবিত্র কোরান শরিফে উক্ত হইয়াছে, (হে শয়তান)! তুমি নিজ শব্দ দ্বারা তাহাদের মধ্যে যাহাকে পার, তাহাকে পদস্খলিত কর।" ছুরা বনি ইস্রায়িল।

উক্ত আয়াতের মর্ম্ম এই যে, হে শয়তান। তুমি আদম-সন্তানের মধ্যে যাহাকে পার সঙ্গীত এবং বেণু, দফ ইত্যাদি বাদ্যদ্বারা পথভ্রান্ত কর। সুতারাং এই আয়াতে সঙ্গীত হারাম

প্রমাণিত হইল। সঙ্গীত হারাম হওয়ার সম্বন্ধে অসংখ্য বিশ্বাসযোগ্য ছহিহ হাদিছ বর্ত্তমান আছে। আওয়ারেফ এবং ফাতাওয়ার কেতাব সমূহে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। হজরত বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে দুইটি অজ্ঞানতামূলক গোনাহজনক শব্দ করিতে নিষেধ করিয়াছি, "মৃতের জন্য উচ্চস্বরে ক্রন্দনের শব্দ এবং সঙ্গীতের শব্দ, আরও বলিয়াছেন' "ইবলিছই প্রথমে মৃতের জন্য ক্রন্দন এবং সঙ্গীতের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছে।" আরও বর্ণিত আছে, 'সঙ্গীত করা হারাম' উহার স্বাদ গ্রহণ করা কুফর এবং উহার নিকট উপবেশন করা গোনাহ।" হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সঙ্গীত করিতে উচ্চশব্দ করে, খোদাতায়ালা তাহার উপর দুইটি শয়তান প্রেরণ করেন, একটি তাহার প্রথম স্কন্ধে, অপরটি তাহার দ্বিতীয় স্কন্ধে, যতক্ষণ সেই ব্যক্তি উক্ত সঙ্গীত হইতে বিরত না হয়, ততক্ষণ শয়তানদ্বয় অবির তাহাকে পদাঘাত করিতে থাকে।" সঙ্গীত যে সর্ব্বতোভাবে হারাম, এই হাদিছগুলিই তাহার প্রমাণ।' তঃ আহমদী ৬০০ পৃষ্ঠা।

গজনবি বলিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) পর্ব্বতের উপরি অংশে হাবিলের বংশধরগণের স্থান এবং পর্ব্বতের নিম্নদেশে কাবিলের বংশধরগণের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সুন্দরী কন্যা সকল ছিল। এমতাবস্থায় শয়তান বেণু বাজাইতে আরম্ভ করিল এবং তাহাতে প্রথমোক্ত বংশধরেরা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পর্ব্বতের অধোদেশে অবতীর্ণ হইয়া ইহাদের সহিত মিলিত হইল। — তফছীর বাহরে মুহিত ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা।

এমাম আবুজাফর বলিয়াছেন, কাবিল বংশোদ্ভব কূবাল নামীয় একটী লোক ক্রীড়া কৌতুকজনক বস্তুসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেই সময় মোহলাইল বেনে কিবান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বংশী ঢোল এবং উদ আবিষ্কার করিয়াছিল। ইহাতে কাবিল বংশোদ্ভূত লোকেরা ক্রীড়া কৌতুকে সংলিপ্ত হইয়া পড়ে। তৎপরে পর্ব্বতস্থিত হজরত

শিসের বংশধরগণ তাহাদের সংবাদ প্রাপ্ত হয়। সেই সময় তাহাদের একদল নিম্নে অবতরণ করে এবং তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার ও মদ্যপান প্রকাশিত হইয়া পড়ে। হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, — "সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র।" — তলবিছে ইবলিছ,— ৩২৮ পৃষ্ঠা।

হজরত মোজাহেদ বলিয়াছেন যে, " গীত-বাদ্যকে শয়তানের শব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।" — তফছীর এবনে জরীর ১৫শ খণ্ড — ৭৬ পৃষ্ঠা।

হজরত জেনাএদ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নযোগে ইবলিছকে দর্শন করিয়া বলিলাম " হে শয়তান। তুমি কি বিষয় দ্বারা আমাদের দলের উপর পরাক্রান্ত হইতে পার বা তাহাদের কার্য্যে আধিপত্য স্থাপন করিতে পার ? তদুত্তরে শয়তান বলিল— " নিশ্চয় তাহাদের কার্য্য আমার উপর কঠিন হইয়া থাকে এবং তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করা আমার বিষম অসাধ্য হইয়া থাকে; — কিন্তু কেবল সঙ্গীতকালে এবং অন্য স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত কালে — এই দুই সময় আমি তাহাদের প্রতি বিভ্রাট ঘটাইতে ও তাহাদের নিকট প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি।" — মদখল ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

ছুফি শ্রেষ্ঠ আবুল হারেস আওলাছি (রঃ) বলিয়াছেন,— "আমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম যে, ইবলিছ আওলাছের কোন ছাতের উপর অবস্থান করিতেছে। তাহার ডাহিন দিকে একদল ও বামদিকে একদল অনুচর রহিয়াছে ; তাহাদের পরিধানে পরিচ্ছন্ন বস্ত্রসমূহ, এমতাবস্থায় শয়তান তাহাদের একদলকে বলিল, তোমরা দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্গীত কর, তৎশ্রবণে তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্গীত করিতে লাগিল। শয়তানের সুবাস আমাকে এমন আতঙ্কিত করিল যে, আমি আপনাকে ছাদ হইতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলাম। তৎপরে শয়তান নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিতে বলিল, ইহাতে তাহারা অতি সুন্দর নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিতে লাগিল, তৎপরে শয়তান

বলিল, — " হে আবুল হারেছ, আমি এই সঙ্গীত ও নর্ত্তন-কুর্দ্দন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না।" — ঐ

এই আয়তে যে সঙ্গীত ও বাদ্য হারাম হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তফছীর জালালাইন, ২২৩ পৃষ্ঠায়, জামেয়োল-বায়ান, উক্ত পৃষ্ঠায়, দোরে-মনছুর ৪র্থ খণ্ড — ১৯২ পৃষ্ঠায়, রুহোল-মায়ানি ৪র্থখণ্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠায়, রুহোল-বায়ান — ২য় খণ্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠায়, আজিজ — প্রথম খণ্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠায় খাজেন ও মায়ালেম — ৪র্থ খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠায়, মাদারেক — ১ম খণ্ড ৪৮৯ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-বায়ান — ৫ম খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠায়, এবনে কাছীর — ৬ষ্ঠ খণ্ড ৮৩ পৃষ্ঠায়, আব্বাছি — ৩য় খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠায় ও ছেরাজোল -মনির ২য় খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

পবিত্র কোরান শরিফে উক্ত হইয়াছে ঃ— " তোমরা কি এই কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ? হাস্য করিতেছ ? এবং ক্রন্দন করিতেছ না ? অথচ তোমরা সঙ্গীত করিতেছ ?

তফছিরে আহমদির ৬০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আয়তটি সঙ্গীত হারাম হওয়ার একটি প্রধান প্রমাণ। তফছির কাশ্বাফ— ৩য় খণ্ড ১৪৭ পৃষ্ঠা, মাদারেক — ২য় খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, খাজেন ও ময়ালেম — ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা, ফৎহাল-বায়ান-১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, এবনে কাছির— ৯ খণ্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, এবনে জরির — ২৭ খণ্ড, ৪৩/৪৪ পৃষ্ঠা, দোরে মনছুর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, জামেয়োল-বায়ান — ৪৮৩ পৃষ্ঠা, ছেরাজোল মনির ৪র্থ খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠা তফছির বয়জবি—৪র্থ খণ্ড ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পবিত্র কোরান শরীফে উক্ত হইয়াছে ঃ—

و الذين لا يشهدون الزور

" এবং তাঁহারা (সাধু পুরুষেরা) বাতীলের নিকট (সঙ্গীতের মজলিসে) উপস্থিত হন না।" — ছুরা ফোরকান।

এবনে আবি-হাতেম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আম্র-বেনে কয়েছ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, " সাধু পুরুষেরা মন্দ সভায় উপস্থিত হন না।" আবদে-বেনে হোদাএদ হজরত মোহাম্মদ বেনে হানিফা হইতে উহার এইরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, যথা — "তাঁহারা গীতবাদ্যস্থলে উপস্থিত হন না।" আবদে বেনে-হোমায়েদ, এমাম আবুল হায্যাফ হইতে উপরোক্ত আয়তের ব্যখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীতস্থলে উপস্থিত হন না। এবনে আবি - হাতেম এমাম হাছান বাছারী হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা সঙ্গীতস্থলে ও স্ত্রীলোকেদের উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনস্থলে উপস্থিত হন না এবনে আবি-শায়বা, এবনে জুরির, বয়হকী ও এবনোলমোঞ্জের এমাম মোজাহেদ হইতে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীতের সভায় উপস্থিত হন না তফছিরে দোর্‌রে মনছুর, ৫ম খণ্ড, — ৮০ পৃষ্ঠা।

সাধকেরা শেরক, মিথ্যা-আলোচনা স্থলে, প্রতিমালয়ে, সঙ্গীতস্থলে খৃষ্টানদের পর্ব্বে, স্ত্রীলোকদের উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনস্থলে ও সাধুগণের ঘৃণিত সভায় উপস্থিত হন না। তফছীর বাহরে মুহিত ৬ষ্ঠ খণ্ড — ৫১৬ পৃষ্ঠা, এবনে জরীর ১৯শ খণ্ড — ২৯ পৃষ্ঠা, তফছিরে কাশ্বাফ, ২য় খণ্ড, — ৩৩৪ পৃষ্ঠা, কবির ৬ষ্ঠ খণ্ড — ৯৪ পৃষ্ঠা; মাদারেক ২য় খণ্ড ও এবনে কাছির, ৭ম খণ্ড — ১৫৮ পৃষ্ঠা এবং খাজেন ও মায়ালেম, ৫ম খণ্ড — ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোরান শরীফে আরও বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

افحسبتم انما خلقناكم عبثا

" আমি তোমাদিগাকে ক্রীড়াকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি

বলিয়া কি তোমরা ধারণা করিতেছ ? — ছুরা মোমেনুন।

এই আয়তে ক্রীড়া কৌতুক করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তফছির ছেরাজোল মোনির, ২য় খণ্ড, বয়জবি, ৪র্থ খণ্ড, — ৭২ পৃষ্ঠা, রুহোল মায়ানি, ৫ম খণ্ড, — ৫২৮ পৃষ্ঠা আবু ছাউদ ৭ম খণ্ড, — ১৭৭ পৃষ্ঠা, রুহোল -বায়ান ৩য় খণ্ড—৪১ পৃষ্ঠা, কাশ্বাফ ২য় খণ্ড — ৭৯৮ পৃষ্ঠা, কবির, ৬ষ্ঠ খণ্ড — ৩৪৩ পৃষ্ঠা, মাদারেক ২য় খণ্ড — ৮০ পৃষ্ঠা, খাজেন ও মায়ালেম, ৫ ম খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা, এবং ফৎহোল-বায়ান ৬ষ্ঠ খণ্ড — ২৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আল্লাহতায়ালা আরও বলিয়াছেন ঃ—

وما كان صلوتهم عند البيت الا مكاء و تصدية

"এবং কা'বা গৃহের নিকট শীশ ও করতালি দেওয়া ব্যতীত তাহাদের নামাজ ছিল না।" — কোরান ছুরা আনফাল।

ইছলামের পূর্ব্বে আরবেরা এবাদত ধারণায় শীশ ও করতালি দিত। খোদাতায়ালার প্রতি আসক্তি ও তাঁহার ভীতি ইহাদের এবাদত, ধর্ম্ম ও নামাজ ছিল না, বরং ক্রীড়াজনক শীশ ও করতালি দেওয়াই তাহাদের এবাদত ছিল। কখনও হজরত নবি (সাঃ) এর নামাজ ও কোরান পাঠে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য উহা করিত, তজ্জন্য উহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়; — তফছিরে বাহরে মুহিত ৪র্থ খণ্ড — ৪৯১/৪৯২ পৃষ্ঠা।

তফছিরে-এবনে জরীর, ৯ম খণ্ড — ৪৪৭ পৃষ্ঠা নায়ছাপুরি উক্ত খণ্ড — ১৪৫ পৃষ্ঠা, ছেরাজোল-মুনির, ১ম খণ্ড — ৫৭ পৃষ্ঠা, রুহোল মায়ানি, ৩য় খণ্ড, — ২৩১ পৃষ্ঠা, কবির, ৪র্থ খণ্ড, — ৩৭৯ পৃষ্ঠা রুহোল-বায়ান, ১ম খণ্ড — ৮৪১ পৃষ্ঠা দোর্রে-মোনছুর, ৩য় খণ্ড — ১৮৩ পৃষ্ঠা, মাদারেক ১ম খণ্ড, — ৩৩১ পৃষ্ঠা, কাশ্বাফ, ২য় খণ্ড — ১৩ পৃষ্ঠা, মোনির ও আজিজ, ১ম খণ্ড — ৩২১ পৃষ্ঠা, এবনে কাছির ৪র্থ খণ্ড — ৩/৪ পৃষ্ঠা, খাজেন ও

মায়ালেম, ৩য় খণ্ড ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সুপ্রসিদ্ধ হেদায়া গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ— " গীত, সন্তান-বিয়োগ উচ্চ শব্দে ক্রন্দন ও এইরূপ সমস্ত ক্রীড়াজনক কার্য্যে ইজার লওয়া জায়েজ নহে, কেননা ইহাতে পাপের উপর ইজারা লওয়া হইল। তৃতীয় খণ্ড — ৩০১ পৃষ্ঠা।

উক্ত মছলায় প্রমাণিত হইল যে, সমস্ত ক্রীড়া এমন কি, বাঁশী, বাজাইয়া সঙ্গীত করাও হারাম — হেদায়া ৪র্থ খণ্ড ৪৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইরূপ এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলায়হের কথাতে উহার হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন আমি দ্বারা বিপন্ন হইয়াছিলাম; হারাম কার্য্যে রত হইলে বিপন্ন হইতে হয়। বেণু বা অন্য বাদ্যযন্ত্র সমূহের সুর স্বেচ্ছায় শ্রবণ করা হারাম ও গোনাহ। যদি দৈবাৎ তাহার কর্ণকুহরে উহার শব্দ শ্রবণ করে তবে পাপ হইবে না। মানুষ্যের পরে সম্পূর্ণ চেষ্টা করা ওয়াজেব — যেন উক্ত শব্দ শ্রবণ না করে যেহেতু এই (হাদিছটি) বর্ণিত হইয়াছে, " নিশ্চয় (হজরত) নবি করিম (ছাঃ) দুই কর্ণে অঙ্গুলিদ্বয় রাখিয়াছিলেন। কাজীখান ৪র্থ খণ্ড — ৬৬ পৃষ্ঠা।

ছেরাজ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, — " উক্ত মছালায় প্রমাণিত হইল যে সমস্ত ক্রীড়া হারাম। " — দোর্রে-মোখতার।

এমাম মোহাম্মদ (রঃ) সমস্ত প্রকার ক্রীড়া ও গীতের একই প্রকার ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। হাদিছ অনুসারে ক্রীড়া হারাম। হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, তিন বিষয় ব্যতীত মুছলমানের (যাবতীয়) ক্রীড়া বাতীল। উক্ত তিনটি বিষয় এই, ঘোটককে শিক্ষা প্রদান করা, ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করা এবং স্বীয় স্ত্রীর সহিত কৌতুক করা। উহা কেফায়া কেতাবে আছে। এইরূপ এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলায়হের কথায় প্রমাণিত হয় যে গীত এজমা মতে হারাম — শামী, ৫ম খণ্ড ৩৪১ পৃষ্ঠা।

মোখতার ও মোলতাকা গ্রন্থে আছে, — ' নিশ্চয় হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) কোরাআন পাঠকালে, জানাজায়, সমরক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকালে উচ্চ শব্দ করা মন্দ জানিয়েছেন; এক্ষেত্রে ছুফিগণের যজবা প্রেম নামীয় সঙ্গীতকালে উচ্চ শব্দ করার সম্বন্ধে বিধান কি ? উহা নিশ্চয় ঘৃণিত কার্য্য, ইছলাম ধর্ম্মের ইহার কোন প্রমাণ নাই।'' শামী ঐ ৩৯২ পৃষ্ঠা।

"তাতারখানিয়া গ্রন্থে আছে তোমরা জানিয়া রাখ যে, সঙ্গীত করা সমস্ত ধর্ম্মে হারাম। এমাম মহম্মদ (রঃ) জিয়াদত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, যদি কেহ এরূপ কার্য্য করিতে অছিয়ত করে যাহা ইছলাম ধর্ম্মে এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মে পাপ; তবে কি করিবে ? তিনি উহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে ইহাও লিখিয়াছেন যে, গায়ক ও গায়িকাদের জন্য অছিয়ত করিলে মুছলমান ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতে পাপ হইবে। হেদায়া লেখক জহিরুদ্দিন মুরগিনানি হইতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বর্ত্তমানকালের (সঙ্গীতের সুরে কোরান) পাঠকারীকে তাহার কোরান পাঠকালে বলে যে, তুমি উত্তম কার্য্য করিয়াছ, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহার কারণ এই যে, যখন লোকদের জন্য সঙ্গীত করা (বিদ্বানগণের) এজমা মতে হারাম, তখন উহার হারাম হওয়া নিশ্চিত, এক্ষেত্রে উহার প্রশংসা করিলে হারামকে হালাল করা হয় ; এইরূপ প্রত্যেক নিশ্চিত হারামকে উত্তম মনে করিলে কাফের হইতে হয়। হেদায়া ও জখিরা লেখকদ্বয় উক্ত সঙ্গীতকে মহাপাপ (গোনাহ কবিরা) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের ছুফীগণ পাপচারীদের বেদয়াতিদের ও কিশোর বয়স্ক বালকদের সহিত মিলিত হইয়া মছজিদ ও নিমন্ত্রণসমূহে জেকর ও কবিতা পাঠ উপলক্ষ্যে যে সঙ্গীত করিয়া থাকে, উহাও হারাম, বরং উহা প্রত্যেক সঙ্গীত অপেক্ষা গুরুতর হারাম, যেহেতু উহাকে এবাদত ধারণা করা হয়। মনের অশান্তি নিবারণ উদ্দেশ্যে নির্জ্জনাবস্থায় একাকী কবিতা পাঠ অথবা ঈদ ও বিবাহ উপলক্ষে সঙ্গীত করার

সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানকালে উহা যে সর্ব্বোতোভাবে নিষিদ্ধ, ইহাই সত্য (গ্রহণীয়) মত। পরটীকা লেখক বলিয়াছেন, "ঈদ ও বিবাহ উপলক্ষে সঙ্গীত করা হানাফী এমামগণের মতে হারাম; ইহাতে তাঁহাদের মতভেদ নাই।" তরীকায়ে মোহাম্মদীর টীকা, ২৬২—২৬৫ পৃষ্ঠা।

যে ব্যক্তি লোকদের জন্য সঙ্গীত করে, তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে; যেহেতু সে ব্যক্তি লোকদিগকে মহাপাপ অনুষ্ঠানের জন্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহা হেদায়া গ্রন্থে আছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সঙ্গীত যদিও লোকের জন্য করা না হয় বরং অশান্তি দূরীকরণ উদ্দেশ্যে নিজে শ্রবণের জন্য করা হয়, তথাপি উহা মহাপাপ হইবে। ইহাশায়খোল ইছলামের মত, কেননা তিনি উহা সর্ব্বোতোভাবে নিষেধ করিয়াছে। এমাম ছারাখছি ক্রীড়া কৌতুক ভাবে হইলেও উহা নিষেধ করিয়াছেন। কেহ কেহ বিবাহ ও অলিমা উপলক্ষে লোকের জন্য উহা জায়েজ বলিয়াছেন। বাজ্জাজি মানাকেবে' বর্ণনা করিয়াছেন যে, বাদ্যযন্ত্রসহ সঙ্গীত করা এজমা মতে (সমস্ত বিদ্বানের গৃহীত মতে) হারাম। বাদ্যযন্ত্রবিহীন সঙ্গীতে মতভেদ আছে। টীকাকারেরা মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্যমতের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। কেনায়া ও এনায়া গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, ক্রীড়া কৌতুক ভাবে সঙ্গীত করা সমস্ত ধর্ম্মই পাপ। এমাম মোহাম্মদ জিয়াদত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, গায়ক গায়িকার জন্য অছিয়ত করা মুছলমান, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতে পাপ। এক্ষণে মজহাবের স্পষ্ট দলিলে বাদ্যবিহীন সঙ্গীতের হারাম হওয়া প্রমাণিত হইল, অতএব উক্ত মছলার মতভেদ রহিত হইয়া গেল।" — বাহারোর্রায়েক ৭ম খণ্ড — ৮৮ পৃষ্ঠা।

"মজমুয়াতোল-উলুম" গ্রন্থে 'তাতারখানিয়া' হইতে বর্ণিত হইয়াছে — সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা হারাম; বিদ্বানগণ উহার জন্য এজমা করিয়াছেন এবং ইহার সম্বন্ধে কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'মোস্তাছকা' হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত

সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানকালে উহা যে সর্ব্বোতোভাবে নিষিদ্ধ, ইহাই সত্য (গ্রহণীয়) মত। পরটীকা লেখক বলিয়াছেন, "ঈদ ও বিবাহ উপলক্ষে সঙ্গীত করা হানাফী এমামগণের মতে হারাম; ইহাতে তাঁহাদের মতভেদ নাই।" তরীকায়ে মোহাম্মদীর টীকা, ২৬২—২৬৫ পৃষ্ঠা।

যে ব্যক্তি লোকদের জন্য সঙ্গীত করে, তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে; যেহেতু সে ব্যক্তি লোকদিগকে মহাপাপ অনুষ্ঠানের জন্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহা হেদায়া গ্রন্থে আছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সঙ্গীত যদিও লোকের জন্য করা না হয় বরং অশান্তি দূরীকরণ উদ্দেশ্যে নিজে শ্রবণের জন্য করা হয়, তথাপি উহা মহাপাপ হইবে। ইহাশায়খোল ইছলামের মত, কেননা তিনি উহা সর্ব্বোতোভাবে নিষেধ করিয়াছে। এমাম ছারাখছি ক্রীড়া কৌতুক ভাবে হইলেও উহা নিষেধ করিয়াছেন। কেহ কেহ বিবাহ ও অলিমা উপলক্ষে লোকের জন্য উহা জায়েজ বলিয়াছেন। বাজ্জাজি মানাকেবে' বর্ণনা করিয়াছেন যে, বাদ্যযন্ত্রসহ সঙ্গীত করা এজমা মতে (সমস্ত বিদ্বানের গৃহীত মতে) হারাম। বাদ্যযন্ত্রবিহীন সঙ্গীতে মতভেদ আছে। টীকাকারেরা মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্যমতের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। কেফায়া ও এনায়া গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, ক্রীড়া কৌতুক ভাবে সঙ্গীত করা সমস্ত ধর্ম্মেই পাপ। এমাম মোহাম্মদ জিয়াদত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, গায়ক গায়িকার জন্য অছিয়ত করা মুছলমান, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতে পাপ। এক্ষণে মজহাবের স্পষ্ট দলিলে বাদ্যবিহীন সঙ্গীতের হারাম হওয়া প্রমাণিত হইল, অতএব উক্ত মছলার মতভেদ রহিত হইয়া গেল।" — বাহারোর্রায়েক ৭ম খণ্ড — ৮৮ পৃষ্ঠা।

"মজমুয়াতোল-উলুম" গ্রন্থে 'তাতারখানিয়া' হইতে বর্ণিত হইয়াছে — সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা হারাম; বিদ্বানগণ উহার জন্য এজমা করিয়াছেন এবং ইহার সম্বন্ধে কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'মোস্তাছফা' হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত

করা সমস্ত ধর্ম্মে হারাম। জিয়াদত হইতে বর্ণিত হইয়াছে সঙ্গীত মহাপাপ। জামেয়োল-মহবুবি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে বাদ্যবিহীন সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা পাপ। শোয়াবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাপাচারীদের শব্দ ও গীত পাপোত্তেজক।"—তরিকায়ে মোহাম্মদীর টীকা, ৩য় খণ্ড—২৭৩-২৭৪ পৃষ্ঠা।

"শারাম্বালালি গ্রন্থে আছে, দোরারের পরটীকায় কামাল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেহ কেহ বলেন, সঙ্গীত ক্রীড়া কৌতুকভাবে হইলেও ঘৃণিত হইবে, ইহা শামছুল আয়েম্মার মত। কেহ কেহ বলেন, সঙ্গীত সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ, ইহা শায়খোল ইছলামের মত বাহারোর-রায়েকে বর্ণিত আছে, ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহা সর্ব্বতোভাবে হারাম, ইহাই সত্য। এক্ষেত্রে মতভেদ তিরোহিত হইয়া গেল। বরং হেদায়ায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত নির্জ্জনে হইলেও উহা সর্ব্বতোভাবে মহাপাপ। শারাম্বালালি নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে গীত হারাম হওয়ার মতটি ফৎওয়া-গ্রাহ্য ও সত্য মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথম এই যে, বহুসংখ্যক বিদ্বান হারাম হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, দ্বিতীয় এই মতটি সমধিক দৃঢ় তৃতীয় ইহার দলীলগুলি অকাট্য, চতুর্থ কোন বিষয়ের হালাল ও হারাম হওয়ার মতভেদ উপস্থিত হইলে হারামের হুকুম বলবৎ হয়, পঞ্চম বিদ্বানগণের এজমায়ী মত গ্রহণ করিলে, কোন সন্দেহ থাকে না, ষষ্ঠ গীত নিষিদ্ধ হওয়ার দলিলগুলি উহা হালাল হওয়ার দলীল সমূহ অপেক্ষা অধিকতর জলন্ত ও স্পষ্ট, হালাল সমর্থক দলীলের অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে, সপ্তম মতভেদ হওয়ার কারণে অন্ততঃপক্ষে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, এবং যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কার্য্য করে, সে ব্যক্তি হারামে পতিত হয়।" ঐ ২৭৪ পৃষ্ঠা।

কেহ কেহ বলেন, নির্জ্জনে নিজে নিজে অশান্তি নিবারণের জন্য সঙ্গীত করা জায়েজ আছে, ইহা ছারাখছির মত, শায়খোল ইছলাম বলিয়াছেন যে, বিদ্বানগণের মতে উহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

করা সমস্ত ধর্ম্মে হারাম। জিয়াদত হইতে বর্ণিত হইয়াছে সঙ্গীত মহাপাপ। জামেয়োল-মহবুবি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে বাদ্যবিহীন সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা পাপ। শোয়াবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাপাচারীদের শব্দ ও গীত পাপোত্তেজক।"—তরিকায়ে মোহাম্মদীর টীকা, ৩য় খণ্ড—২৭৩-২৭৪ পৃষ্ঠা।

"শারাম্বালালি গ্রন্থে আছে, দোরারের পরটীকায় কামাল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেহ কেহ বলেন, সঙ্গীত ক্রীড়া কৌতুকভাবে হইলেও ঘৃণিত হইবে, ইহা শামছুল আয়েম্মার মত। কেহ কেহ বলেন, সঙ্গীত সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ, ইহা শায়খোল ইছলামের মত বাহারোর-রায়েকে বর্ণিত আছে, ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহা সর্ব্বতোভাবে হারাম, ইহাই সত্য। এক্ষেত্রে মতভেদ তিরোহিত হইয়া গেল। বরং হেদায়ায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত নির্জ্জনে হইলেও উহা সর্ব্বতোভাবে মহাপাপ। শারাম্বালালি নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে গীত হারাম হওয়ার মতটি ফৎওয়া-গ্রাহ্য ও সত্য মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথম এই যে, বহুসংখ্যক বিদ্বান হারাম হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, দ্বিতীয় এই মতটি সমধিক দৃঢ় তৃতীয় ইহার দলীলগুলি অকাট্য, চতুর্থ কোন বিষয়ের হালাল ও হারাম হওয়ার মতভেদ উপস্থিত হইলে হারামের হুকুম বলবৎ হয়, পঞ্চম বিদ্বানগণের এজমায়ী মত গ্রহণ করিলে, কোন সন্দেহ থাকে না, ষষ্ঠ গীত নিষিদ্ধ হওয়ার দলিলগুলি উহা হালাল হওয়ার দলীল সমূহ অপেক্ষা অধিকতর জলন্ত ও স্পষ্ট, হালাল সমর্থক দলীলের অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে, সপ্তম মতভেদ হওয়ার কারণে অন্ততঃপক্ষে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, এবং যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কার্য্য করে, সে ব্যক্তি হারামে পতিত হয়।" ঐ ২৭৪ পৃষ্ঠা।

কেহ কেহ বলেন, নির্জ্জনে নিজে নিজে অশান্তি নিবারণের জন্য সঙ্গীত করা জায়েজ আছে, ইহা ছারাখছির মত, শায়খোল ইছলাম বলিয়াছেন যে, বিদ্বানগণের মতে উহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

তিনি কোরআন শরিফের একটি আয়ত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন, আয়তটির অর্থ এই,—কোন কোন লোক ক্রীড়াজনক কথা অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, বিনা জ্ঞানে খোদার পথ হইতে (লোককে) ভ্রষ্ট করে।" এই আয়তের তফছিরে বর্ণিত আছে যে, ক্রীড়াজনক কথার অর্থ গীত। অতএব এই আয়ত দ্বারা সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। কোন কোন ছাহাবা যাহা করিয়াছেন, উহার এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা শরিয়তানুমোদিত উপদেশ ও সূক্ষ্মতত্ত্ব সমন্বিত কবিতা পাঠ করিতেন কেননা আরবি "গেনা" শব্দ যেরূপ সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেরূপ হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে,— যে ব্যক্তি মিষ্টস্বরে কোরআন পাঠ না করে, সে ব্যক্তি আমার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।" ইহার বিস্তারিত বিবরণ নেহায়া ইত্যাদি গ্রন্থে আছে। কাহাস্তানি বলিয়াছেন— 'রাগরাগিণীর সুরে কবিতা পাঠ করাকে সঙ্গীত বলে, ইহার সহিত করতালি থাকিতে পারে।

পীর-কুলের শিরোমণি মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলবী ফাতাওয়ায় আজিজিয়ার প্রথম খণ্ডে ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কোরআন ও হাদিস দ্বারা সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "কতক লোক ক্রীড়াজনক কথা অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, (লোককে) খোদাতায়ালার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে।" তফছির মায়ালেম হজরত আব্দুল্লাহ বেনে মছউদ, হজরত এবনে আব্বাছ, এমাম হাছান বাছারি, একরামা ও ছউদ বেনে জোবাএর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্রীড়াজনক কথার মর্ম্ম গীত, বেণু ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ বাজান। তফছির মাদারেকে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এবনে আব্বাছ ও হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, ক্রীড়াজনক কথা গীত। দোর্রোল মায়ানি গ্রন্থে আছে, ক্রীড়াজনক কথা গীত ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ। তফছির কাশ্বাফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্রীড়াজনক কথা গীত ও সঙ্গীত শিক্ষা। মোগনি গ্রন্থে আছে, ক্রীড়াজনক

কথা। গীত, উহা এই আয়ত হইতে হারাম হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহা হালাল জানিবে, সে কাফের হইবে। তফছিরে ছায়ালাবিতে বর্ণিত আছে, ক্রীড়াজনক কথা গীত, শারিঙ্গী, দফ ছেতার ও তানপুরা বাদ্য— তৎসমুদয় উক্ত আয়তে হারাম হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহা হালাল ধারণা করিবে, নিশ্চয় কাফের হইবে। এই আয়ত দ্বারা গীত হারাম হওয়ার কারণ এই যে, খোদাতায়ালা গীতকে ক্রীড়াজনক কথা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কোরআন ও হাদিছ দ্বারা তিন প্রকার ব্যতীত সমস্ত ক্রীড়া করা হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। আয়তটি এই, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন,— "আমি তোমাদিগকে ক্রীড়াকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া তোমরা কি ধারণা করিয়াছ?" হাদিছটী এই "হজরত বলিয়াছেন, মনুষ্য যে কোন ক্রীড়া করে, সমস্তই বাতীল,—কেবল ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করা ঘোটককে শিক্ষা প্রদান করা ও আপন স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ করা— এই তিন প্রকার কার্য্য বাতীল নহে। তেরমেজি, এবনে মাজা ও দারমি এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন। একদল গীত হালালকারী বলিয়া থাকে যে, উক্ত আয়তে সর্ব্বপ্রকার গীত করিলে উহা হারাম হইবে, ক্রীড়া-কৌতুক শূন্য গীত হারাম নহে, ইহাই আয়তের মর্ম্ম। কিন্তু তাহাদের এইরূপ ধারণা একেবারেই বাতীল, কেননা ক্রীড়াজনক কথার মর্ম্মই গীত। অতএব উহাকে ক্রীড়াজনক ও ক্রীড়াশূন্য এই দুই ভাবে বিভক্ত করা একেবারে অর্থশূন্য মত। এইরূপ উক্ত দল ধারণা করিয়া থাকে যে, গীত পথভ্রষ্টকারী হইলে হারাম হইবে, নচেৎ হারাম হইবে না। ইহাতে তাহাদের বাতীল ধারণা কেননা, যখন গীত ক্রীড়াজনক কথা হইল, তখন উহার হারাম হওয়া অনিবার্য্য, যেরূপ হাদিছ শরিফে বর্ণিত হইয়াছে,—"যে ব্যক্তি মক্কা শরিফের হেরমে ধর্ম্ম ত্যাগ করে, সে অভিসম্পাত গ্রস্ত। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা মহাপাপ।" উপরোক্ত স্থলদ্বয়ে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হারাম প্রমামিত হইয়াছে, মক্কাশরিফে হউক, আর অন্যস্থানে হউক ও ব্যভিচার

করা হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত কিম্বা অন্যস্থানের লোকের সহিত হউক। কিন্তু মক্কা শরীফে ধর্ম্মত্যাগ অথবা প্রতিবেশীর স্ত্রী হরণ কঠিনতর পাপ। সেইরূপ সঙ্গীত করাই হারাম— পথভ্রষ্টকারী হউক আর নাই হউক, অবশ্য পথভ্রষ্টকারী হইলে গুরুতর হারাম হইবে। আলমগিরি কেতাবে 'জাওয়ামেয়োল-ফাতাওয়া' হইতে বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালের ছুফিগণ গীত, কাওয়ালী ও নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিয়া থাকে, উহা হারাম, উহার নিকট গমন ও উপবেশন করা জায়েজ নহে, নর্ত্তন-কুর্দ্দন গীত ও বেণু-বাদ্য একই সমান। এমাম এবনে আবুদুন্‌ইয়া ও বয়হকি, এমাম শায়াবি হইতে এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন,—"খোদাতায়ালা গায়ক ও উহার শ্রোতার উপর অভিসম্পাত করিয়াছেন।" এমাম তেবরাণী ও খতিব বগদাদী বর্ণনা করিয়াছেন, "হজরত (ছাঃ) সঙ্গীত করিতে ও উহা শ্রবণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" ছোনানোল হোদা গ্রন্থে হজরত এবনে ওমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে— "হজরত (ছাঃ) সঙ্গীত করিতে ও উহা শ্রবণ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।" মোগনি গ্রন্থে এই হাদিছটি আছে,—"যেরূপ পানি উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, সেইরূপ গীত কপট ভাব উৎপন্ন করে।" এহইয়াওল উলুমে হজরত মোয়াজ বেনে জাবাল হইতে বর্ণিত হইয়াছে— হজরত বলিয়াছেন, ইছলাম ধর্ম্ম ক্রীড়া কৌতুক, বাতীল কার্য্য ও গীত দূরীভূত করিয়াছে। এমাম তেবরানী হজরত এবনে ওমার (রাঃ) হইতে এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, গায়িকা খোদার কোপ (গজব) উহার গীত হারাম। এমাম বয়হুকি শোয়াবোল-ইমান গ্রন্থে হজরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, —যেরূপ বারি শস্য উৎপন্ন করে, সেইরূপ গীত কপট ভাব উৎপন্ন করে। হাকায়েক গ্রন্থে আছে-সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা পাপ মোজমারাত গ্রন্থে আছে, যে ব্যক্তি সঙ্গীত হালাল বলে, সে পাপিষ্ঠ

হইবে। এখতিয়ারোল-ফাতওয়া গ্রন্থে আছে, রাগ রাগিনীসহ কোরান পাঠ করা এবং উহা শ্রবণ করা কদর্য্য কার্য্য, যেহেতু উহা পাপিষ্ঠদের গীত করার তুল্য কার্য্য। ফাতাওয়ায়ে বয়হকিতে আছে, সঙ্গীত করা, উহা শ্রবণ করা এবং দফ বাদ্য ও সমস্ত প্রকার ক্রীড়া হারাম, তৎসমস্ত হালাল ধারণা করিলে কাফের হইতে হয়। খোদাতায়ালা উক্ত দরবেশ ও নিরক্ষরদিগাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন — যাহারা উপরোক্ত গীত বাদ্যে সংলিপ্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদের কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। জামায়োল-ফাতওয়াতে আছে, গীত বাদ্য শ্রবণ করা, উহার নিকট উপবেশন করা বংশী বাজান ও নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা সমস্তই হারাম; যে ব্যক্তি তৎসমুদয় হালাল ধারণা করিবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ফাতাওয়ায় হাম্মাদিয়াতে নাফে গ্রন্থ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত করা সমস্ত ধর্ম্মেই হারাম। নেহায়্যা গ্রন্থে আছে, সঙ্গীত করা তানপুরা, শারিঙ্গী দফ ও তত্তুল্য বাদ্যযন্ত্র বাজান হারাম ও পাপ ইহার প্রমাণ উক্ত ছুরা লোকমানের আয়ত; এই সমস্ত রেওয়াতে ধার্ম্মিক প্রবর, বিদ্বানকুলের গৌরব, পীরকুলের মস্তকমণি শেখ আহমদ ছারহান্দি রহমতুল্লাহে আলায়হের রচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আরও তিনি ৭৭ জন ফেক্হ তত্ত্ববিদ বিদ্বানের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা একবাক্যে গীত হারাম হওয়ার মত গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বহু বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কায় উক্ত নামগুলি উল্লেখ করিলাম না। এক্ষণে হে ন্যায়পরায়ণ পাঠক। তুমি উক্ত হাদিছগুলির ও বিদ্বানমণ্ডলীর মত সমূহের দিকে মনোনিবেশ কর। কারণ ইহাই সত্য মত; এই সত্য মত ব্যতীত আর সমস্তই ভ্রান্তপথ বা বাতীল।

কাহাস্তানিতে বর্ণিত হইয়াছে যে ইবলিছই প্রথমে সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ছামিরীর শিষ্যগণই সর্ব্ব প্রথমে নর্ত্তন-কুর্দ্দন ও ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। যে সময়ে ছামিরী স্বীয় শিষ্যদিগের জন্য রক্ত-মাংসময় শব্দকারী গোবৎসের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই সময়ে তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া

নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিয়াছিল এবং ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল; ইহা কাফেরদের ও গোবৎস পূজকদের ধর্ম্ম। ধর্ম্মদ্রোহীরা মুছলমানদিগকে কোরান পাঠ হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে বংশীবাদ্য করিয়াছিল; ইহা তফছীর কোরতবিতে বর্ণিত আছে। তরিকায় মোহাম্মদিতে আছে, কোরান শরিফ স্পষ্ট ভাবে নর্ত্তন-কুর্দ্দন নিষেধ করিয়াছে। জখিরা গ্রন্থে উহা মহাপাপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এমাম রাজি বলিয়াছেন, — "উহা হারাম হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে।" জালালুদ্দিন গিলানি বলেন, "উহা হালাল ধারণা করিলে কাফের হইতে হয়।" — তাহাতাবী, ৪র্থ খণ্ড — ১৭৩ পৃষ্ঠা।

মোলতাকার টীকায় লিখিত আছে, বর্ত্তমান কালের ছুফীগণ জেকরের সময়ে সঙ্গীত রূপে উচ্চ শব্দ করিয়া থাকে, উহা হারাম; উহার নিকট গমন করা এবং উপবেশন করাও জায়েজ নহে। প্রাচীন কালের ছুফীগণ এইরূপ কার্য্য করেন নাই। হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) উপদেশ মূলক ও সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সমন্বিত শরিয়ত সিদ্ধ কবিতা শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইহাতে সঙ্গীত হালাল হওয়া প্রমাণিত হয় না। হজরত নবি-করিম (সাঃ) কর্ত্তৃক ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়ার (জজবা ভাব প্রকাশ করার) যে হাদিছ বর্ণিত আছে, তাহা ছহিহ নহে। ছর্রি ছক্তি (রঃ) বলিয়াছেন, — "যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, যদি তাঁহার মুখমণ্ডলে তরবারির আঘাত করা হয়, তথাপি উহাতে বেদনা অনুভব না করে, কেবল সেইরূপ ব্যক্তি জজবা সিদ্ধ হইবে।" — ১৭৭ পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক ক্রীড়া কৌতুক এবং উহা দর্শন ও শ্রবণ ঘৃণিত কার্য্য, যথা—নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা, বিদ্রুপ করা, করতালি দেওয়া, তানপুরা, সারেঙ্গী, রবাব, কানুন, বেণু, মন্দিরা ও বৃহৎ বংশীবাদ্য প্রভৃতি; কেননা এই সমস্ত গর্হিত কার্য্য এবং ইহা কাফেরদের রীতি। দফ, মুরলী প্রভৃতির বাদ্যও হারাম। যদি দৈবাৎ উহার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তবে ক্ষমার উপযুক্ত; কিন্তু উহা শ্রবণ না

করার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা কাহাস্তানিতে আছে। — শামী ৫ম খণ্ড — ৩৮৯ পৃষ্ঠা।

শেখ আবু বকর তরতুসী স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, — "প্রাচীন কালের লোকেরা কোন পাপ করিলে উহা গোপনে করিতেন এবং অনুতাপ (তওবা) করিয়া উহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেন। তৎপরে ধর্ম্মবিদ্যা হ্রাস হওয়ায় ও বিদ্যাহীনতা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হওয়ায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এমন কি, লোক প্রকাশ্য রূপে পাপানুষ্ঠান করিতেছে, অবশেষে অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়াছে যে, শয়তান আমাদের একদল মুছলমানকে পদস্খলিত করিয়াছে, ইহা আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে এবং সঙ্গীত ক্রীড়া ও বাদ্য শ্রবণের আসক্তি দ্বারা তাহাদের বিবেক -বুদ্ধিতে লোপ করিয়াছে; তাহারা উক্ত কার্য্যকে ধর্ম্মের অন্তর্গত ও খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের অবলম্বন বলিয়া ধারণা করিয়াছে; তাহারা উক্ত কার্য্য দ্বারা মুছলমান সম্প্রদায়ের সহিত স্পষ্ট ভাবে শত্রুতা প্রকাশ করিয়াছে, মুছলমানদিগের বিরুদ্ধ পথে গমন করিয়াছে এবং বিদ্বানগণ, ফেকৃহ-তত্ত্ববিদ্গণ ও শরিয়ত বাহক দিগের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছে। ফলতঃ কোরান শরিফে আছে, " যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরে রসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মুছলমানদিগের বিরুদ্ধ পথের অনুসরণ করে, আমি তাহাকে ঐ দিকে প্রবর্ত্তিত করিব — যে দিক সে অবলম্বন করিয়াছে এবং তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিব — উহা কুস্থান।' — মদখল ২য় খণ্ড — ১৫৫ পৃষ্ঠা।

এমাম মালেক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, কোন কোন মদিনাবাসী সঙ্গীত করিতে অনুমতি দিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, আমাদের নিকট যাহারা পাপিষ্ঠ, তাহারাই কেবল উহা করিয়া থাকে।" অনন্তর তিনি সঙ্গীত করিতে এবং উহা শ্রবণ করিতে নিষেধ করিলেন। এমাম আবু হানিফা (রঃ) সঙ্গীত করা নিশ্চয় মন্দ জানিতেন এবং তিনি উহাকে গোনাহ

যাহারা রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ, জায়েজ ধারণা করিবে, ইহাদের শেষদল কেয়ামত অবধি বানর ও শূকররূপে পরিণত হইবে।

এবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন— "অবশ্য আমার উম্মতের মধ্যে কতকগুলি লোক সুরা পান করিবে, উক্ত সুরাকে অন্য নামে অভিহিত করিবে, তাহাদের মস্তকের উপর গায়িকাদের দ্বারা সঙ্গীত করা হইবে এবং বাদ্যযন্ত্রসমুহ দ্বারা বাদ্য করা হইবে। খোদাতায়ালা তাহাদিগকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবেন এবং তাহাদের কতককে বানর ও শূকররূপে পরিণত করিবেন।

এমাম তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন,— "আমার উম্মতের মধ্যে কতককে ভূগর্ভে বিধ্বস্ত করা হইবে। কতকের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হইবে এবং কতককে রূপ পরিবর্ত্তন করা হইবে। তৎশ্রবণে একজন মুছলমান বলিলেন, হজরত! ইহা কোন সময় সংঘটিত হইবে? হজরত বলিলেন, যে সময়ে গায়িকা সকল ও বাদ্যযন্ত্রসমূহ প্রকাশিত হইবে এবং সুরাপান প্রচলিত হইবে।

এমাম আবু দাউদ ও আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় খোদাতায়ালা সুরা দ্যুতক্রীড়া ও ঢোল সারঙ্গী হারাম করিয়াছেন।

এমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন,—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় খোদাতায়ালা আমাকে জগতের অনুগ্রহ ও জগদ্বাসিদিগের পথ প্রদর্শক করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে বংশী সারঙ্গী ও বাদ্যযন্ত্রসমূহ ধ্বংস করার আদেশ করিয়াছেন।

এমাম তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, —"যে সময় নিম্নোক্ত কার্য্যগুলি সংঘটিত হইবে, সেই সময় ভয়ঙ্কর ঝটিকা, ভূমিকম্প মনুষ্যের ভূগর্ভে বিধসস্ত হওয়া, রূপ পরিবর্তন, প্রস্তর বর্ষণ ও অন্যান্য (কেয়ামতের) লক্ষণ সমূহ পরস্পর প্রকাশিত হইবে, তন্মধ্যে মছজিদে

উচ্চ শব্দ করা এবং গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রসমূহের প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গায়িকার শব্দ শ্রবণ করিবে, কেয়ামতের দিবস তাহার কর্ণদ্বয়ে বিগলিত সীসা নিক্ষিপ্ত হইবে।

এবনে ওহাব বলিয়াছেন, ওবায়দুল্লাহ হজরত কাছেমকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি সঙ্গীতের সম্বন্ধে কি বলেন? তদুত্তরে হজরত কাছেম (রাঃ) বলিয়াছেন, "উহা বাতিল। তৎশ্রবণে ওবায়দুল্লাহ বলিয়াছেন, উহা বাতিল হওয়া বুঝিলাম, কিন্তু উহার সম্বন্ধে আপনার মত কি? উহাতে উক্ত হজরত বলিলেন, বাতীল কোথায় থাকিবে? তিনি বলিলেন দোজখে।" তখন হজরত কাছেম বলিলেন, সঙ্গীতকারীরাও দোজখে থাকিবে।

এমাম তেবরাণী ও এবেন আবিদ্দুনইয়া এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন—ইবলিছ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রতিপালক, তুমি আমাকে ভূমিতে অবতারণ করিয়াছ এবং স্বীয় (দরবার) হইতে বিতাড়িত করিয়াছ, এক্ষণে অদ্য আমার জন্য একটি গৃহ স্থির করিয়া দাও। খোদাতায়ালা বলিলেন, উহা অবগাহন স্থল (গোছলখানা) শয়তান বলিল, আমার জন্য একটি সভা নিরূপণ করিয়া দাও। খোদাতায়ালা বলিলেন, বাজার সকল ও পথসমূহের সঙ্গমস্থল। শয়তান বলিল, আমার জন্য খাদ্য নির্দ্দেশ করিয়া দাও। খোদাতায়ালা বলিলেন "যে বস্তুর উপর খোদার নাপ পাঠ না করা হয় তাহাই তোমার খাদ্য।

শয়তান বলিল, আমার জন্য পানীয় দ্রব্য স্থির করিয়া দাও। খোদাতায়ালা বলিলেন, প্রত্যেক নেশাকর বস্তু (তোমারপেয়) শয়তান বলিল, আমার জন্য একটি আজানদাতা (ঘোষণাকারী) স্থির করিয়া দাও। খোদাতায়ালা বলিলেন, 'বংশীবাদ্য"।

এমাম হাছান বাছারি বলিয়াছেন, দুইটি শব্দ অভিস্পাতগ্রস্ত উহা সঙ্গীতকালে বেণুবাদ্য এবং বিপদকালে উচ্চ শব্দে রোদন।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"সঙ্গীত শয়তানের কোরআন এবং নর্ত্তন কুর্দ্দন ও করতালি শয়তানের নামাজ।

এমাম এবনে জওজি তলবিছে -ইবলিছ গ্রন্থে ৩৩৯-৩৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "সঙ্গীত হারাম হওয়ার সম্বন্ধে কোরআন হাদিস ও প্রাচীন বিদ্বানগণের মত উল্লেখযোগ্য। কোরআন শরিফের ছুরা লোকমান, বনি-ইস্রায়িল ও নজমের আয়তত্রয়ে গীত বাদ্য হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।"

হজরত এবনে ওমার কোন রাখালের বংশীধ্বনি শ্রবণ পুর্ব্বক দুইকর্ণে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং নিজের বাহনকে পথ হইতে ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। উক্ত হজরত বলেন— হজরত নবি করিম (ছাঃ) গায়িকাদিগকে ক্রয় বিক্রয় করিতে ও শিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং উহার মূল্য হারাম বলিয়াছেন।

হজরত এবনে ওমার বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত অজ্ঞানতা মূলক পাপোত্তেজক দুইটি শব্দ (শ্রবণ করিতে) নিষেধ করিয়াছেন, "প্রথম সঙ্গীত কালীন শব্দ, দ্বিতীয় বিপদ-কালীন চিৎকার। বলিয়াছেন, "আমি বংশী ও ঢোল চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি।

হজরত এবনে-আব্বাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, "আমি বংশী ও ঢোল চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি।

হজরত আলি এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, "যে সময় আমার উম্মত পনেরটি কার্য্য করিবে, তখন তাহাদের উপর বিপদ উপস্থিত হইবে, তন্মধ্যে গীত ও বাদ্যের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।"

এবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন,—"আমর বেনে কোর্রা উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ নিশ্চয় খোদাতায়ালা আমার

ভাগ্য মন্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি ধারণা করি যে দফ-বাদ্য ব্যতীত আমার উপজীবিকা লাভ হইবে না, এক্ষণে আপনি আমাকে সঙ্গীত করার অনুমতি দিন, আমি অশ্লীল সঙ্গীত করিব না। হজরত বলিলেন,— আমি তোমাকে অনুমতি দিতে পারিব না, তোমার সম্মান রক্ষা করিতে পারিব না এবং তোমার দিকে কৃপাদৃষ্টি করিতে পারিব না। হে খোদার শত্রু তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, নিশ্চয় খোদাতায়ালা তোমার হালাল ও পবিত্র উপজীবিকা (রুজি) দান করিয়াছেন, কিন্তু তুমি তোমার উপজীবিকা হইতে হারাম অবলম্বন করিয়াছ। যদি আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে নিষেধ করিয়া দিতাম, তবে তোমার প্রতি শাস্তির বিধান করিতাম। তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও এবং খোদার নিকট তওবা কর। যদি উপদেশ প্রদানের পরে তুমি উক্ত কার্য্য কর, তবে আমি তোমাকে কঠিন প্রহার করিব, তোমার চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিব, তোমার পরিজন হইতেও শহর হইতে তোমাকে বিতাড়িত করিব এবং তোমার অর্থ সম্পত্তি মদিনার যুবকবৃন্দকে লুণ্ঠন করিতে আদেশ করিব। তৎশ্রবণে আমর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিল। তাহার প্রস্থানের পর হজরত বলিলেন, ইহারাই ফাছেক। যে কেহ এই দলের মধ্যে বিনা তওবা মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে, খোদাতায়ালা তাহাকে উলঙ্গ উত্থাপন করিবেন এবং সে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা করিলে অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়ী হইবে। হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সঙ্গীত এইরূপ কপটভাব উৎপাদন করে, যেরূপ পানি শাক উৎপাদন করে। পীর ফোজায়েল বলিয়াছেন— "সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র। এমাম জোহাক বলিয়াছেন, সঙ্গীত মন বিনষ্ট করে ও খোদাতায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে' এমাম জায়েদ বেনে অলীদ বলিয়াছেন,—হে উমাইয়ার পুত্রগণ, তোমরা সঙ্গীতের নিকটবর্ত্তী হইও না, কেননা উহা কামশক্তি, বৃদ্ধি ও উত্তেজিত করে, মনুষ্যত্ব ও লজ্জাশীলতা বিনষ্ট করে এবং উহা সুরার স্থলাধিকারী ও নেশার ক্রীড়া সম্পাদনকারী।

ফলত: আলোচ্য প্রবন্ধের দ্বারা পবিত্র কোরাণ হাদিছ, ফেক্হ ও জগৎবরেণ্য পীরগণের মতামত আলোচনা করিয়া দৃঢ়তার সহিত স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, নৃত্য গীত ও বাদ্য নিঃসন্দেহ হারাম। উহা কুকার্য্যের প্রবর্ত্তক, কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক ও ব্যভিচারের মন্ত্র। উহার অনুষ্ঠানকারিগণ ইহকাল শয়তানের সহচর ও পরকালে দোজখের অধিবাসী হইবে। সুতরাং নৃত্য গীত ও বাদ্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত ও নির্লিপ্ত থাকা প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ প্রকৃত মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বরপণ ও কনেপণ

ইছলামে বরপণ ও কনেপণ সত্য সত্যই হারাম। ইহাতে কোন মতভেদ নাই। যদি কন্যাকর্ত্তাগণ কন্যাকে পাঠাইবার সময় বরপক্ষ হইতে কিছু গ্রহণ করে, তবে বর উহা ফেরত লইতে পারে, যেহেতু উহা উৎকোচ। ইহা বাহারোর্রায়েক গ্রন্থে আছে। আলমিগির, ১ম খণ্ড,— ৩২১ পৃষ্ঠা।

"এইরূপ কন্যাকর্ত্তারা বিবাহকালে (বরপক্ষের নিকট হইতে) যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও উৎকোচ, স্বামী উহা ফেরত লইতে পারে।"— শামি, ২য় খণ্ড ৬০০পৃষ্ঠা।

"শ্বশুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে জামাতার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করে, জামাতা তাহাতে সম্মত থাকিলেও উহা হারাম হইবে।—শামি, ৫ম খণ্ড—৪১৯ পৃষ্ঠা।

"বিবাহের ঘটক (উভয় পক্ষ হইতে) যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও হারাম— ঐ।

কেহ কেহ এই প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, যখন হজরত রছুলুল্লাহ (সঃ) জগৎ বিখ্যাত হজরত আলীর সহিত স্বীয় কন্যারত্ন ফাতেমাজোহরার

বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন হজরত আলীর একরূপ নিঃসম্বল ছিলেন, পক্ষান্তরে তত্তুলনায় হজরতের অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি হজরত আলির নিজস্ব ঢাল ও তরবারীর মধ্যে ঢালটি বিক্রয় করাইয়া 'তা'মে অলিমা। বা বিবাহ্ ভোজের ব্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কন্যাকর্ত্তার পক্ষে বরপক্ষের নিকট হইতে বিবাহ ভোজের জন্য পরিমিত অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না কি?

—ঃঃ ইহার উত্তর নিম্নে লিখিত হইতেছে ঃঃ—

জনাব হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) হজরত আলি (কঃ) কে বলিয়াছিলেন,—"তোমার নিকট এরূপ কোন বস্তু আছে— যদ্দ্বারা তুমি "ফাতেমার মোহর পরিশোধ করিতে পার? তদুত্তরে তিনি বলিলেন,— "একটি ঘোটক ও একটি জেরা (বীর পুরুষের অঙ্গত্রাণ) আছে। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন,—"যুদ্ধের জন্য ঘোটক একান্ত আবশ্যক হয়।এক্ষেত্রে তুমি জ্রেরাটি বিক্রয় কর।" হজরত আলি (রাঃ) উহা হজরত ওছমানের (রাঃ) নিকট ৪৮০ দেরহামে বিক্রয় করিলেন, তৎপরে হজরত ওছমান (রাঃ) উহা তাঁহাকে ফেরত দিলেন। হজরত আলি (রাঃ) হজরতের নিকট উক্ত জেরা ও দেরহামগুলি আনয়ন করিলেন। তৎপরে হজরত উহার কিয়দংশ লইয়া হজরত ফাতেমার জন্য তৈজসপত্রের ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন।"— আল্লামা জারকানী প্রণীত মাওয়াহেবে লাদুনিয়ার ২য় খণ্ডের টীকা, ৩-৬ পৃষ্ঠা।

হজরত বলিয়াছেন,—হে আলি, তুমি ফাতেমার মোহর কি প্রদান করিবে? হজরত আলি (রাঃ) বলিলেন,—"আমার নিকট এরূপ কোন বস্তু নাই যে, তদ্বারা তাঁহার মোহর প্রদান করিতে পারি।' হজরত বলিলেন,—"তোমার সেই জেরাটি কোথায়? তিনি বলিলেন—

"আমার নিকট আছে। হজরত বলিলেন—উক্ত জেরাটি তাহার মোহর প্রদান কর।" তিনি উহা মোহর ধার্য্য করত তাঁহার সহিত বিবাহ করিলেন।—তারিখোল খমিছ—৩৬২ পৃষ্ঠা।

জামেয়োল ওক্‌রা গ্রন্থে আছে, হজরত ফাতেমার (রাঃ) মোহর কি ধার্য্য হইয়াছিল, উহাতে মতভেদ হইয়াছে। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, জেরাটি তাহার মোহর নিরূপিত হইয়াছিল, কেহ বলিয়াছেন, ৪৮০ দেরহাম তাঁহার মোহর ধার্য্য হইয়াছিল উভয় মতের সমর্থক প্রমানও আছে, কিন্তু ছহিহ মত এই যে, জেরা মোহর ধার্য্যে বিবাহ হইয়াছিল। তৎপরে হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) তাঁহাকে উহা বিক্রয় করিয়া মূল্য আনয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ৭পৃষ্ঠা এবং তারিখোল-খমিছ, ৩৮১ পৃষ্ঠা। হজরত ফাতেমা (রাঃ) কে নিম্নোক্ত তৈজসপত্রগুলি প্রদান করা হইয়াছিলঃ— "একটি বিছানা একটি মশক দুইটি চাদর, একটি কিম্বা চারিটি বালিশ, একটী পানপত্র, একখানা চালনী, একটি যাঁতা, দুইটি ঘড়া, একটি পালঙ্গ, দুইখানা রৌপ্যের বাজুবন্ধ, দুইটি ফরশ চাদর। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার টীকা, ৩ পৃষ্ঠা।

হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি ফাতেমাকে আলির সহিত ৪০০ মেছকাল রৌপ্য মোহরে বিবাহ দিলাম। প্রথম হাদিছে ৪৮০ দেরহাম মোহরের কতা উল্লিখিত আছে। উহার বিরোধ ভঞ্জন এইরূপ হইবে, যথা— ৪৮০ দেরহাম ৪০০ চারিশত মেছকালের সম-ওজন ছিল, এইহেতু দুই প্রকার হাদিছ উল্লেখ হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হয় যে, হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) হজরত আলির নিকট হইতে বিবাহ ভোজ উপলক্ষে একটি কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই, বরং তিনি হজরত আলির (রাঃ) নিকট

হইতে ফাতেমার (রাঃ) মোহর লইয়া তাঁহার বস্ত্রাদি ও তৈজপত্র ইত্যাদি ক্রয় করিতে ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত মোহর হইতে একটি কপর্দ্দকও নিজেও গ্রহণ করেন নাই অথবা বিবাহ-ভোজের জন্যও ব্যয় করেন নাই। অবশ্য উক্ত জরকানির উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে হজরত এক তবক খোর্ম্মা আনয়ন করিয়া উহা সকলকে বণ্টন করিয়া লইতে বলিয়াছিলন। যে ব্যক্তি উক্ত খোর্ম্মা আনয়ন করিয়াছিল, তাহার জন্য দোওয়া করিয়াছিলেন।

পাঠক, মনে রাখিবেন যে, এই খোর্ম্মা স্বয়ং হজরত নবিয়ে করিমের (সাঃ) একজন মদিনাবাসী ছাহাবা দান করিয়াছিলেন এবং এজন্য হজরতের দোওয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা হজরত আলীর ক্রীত খোর্ম্মা ছিল না অথবা ফাতেমার মোহরের টাকা দ্বারাও ক্রয় করা হইয়াছিল না।

আরও উক্ত গ্রন্থে ৬/৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) হজরত আলিকে বলিয়াছিলেন যে, বিবাহের অলিমা করা আবশ্যক, ছাহাবা ছা'দ বলিলেন, আমার নিকট একটি বন্য ছাগ আছে, একদল আনছার কয়েক ছা' ভূট্টা সংগ্রহ করিলেন, হজরত আলি (রাঃ) এক ইহুদির নিকট নিজের জেরা বন্ধক রাখিয়া কিছু যব গ্রহণ করিলেন। আরও খোর্ম্মা ও পানির কিছু সংগ্রহ করা হইয়াছিল। হজরত আলি (রাঃ) তৎসমুদয় দ্বারা অলিমা করিয়াছিলেন, পাঠক, মনে রাখিবেন, কাজিখান গ্রন্থের দ্বিতী খণ্ডে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে,—"যে দিবস বা উহার দ্বিতীয় দিবস প্রথমে স্ত্রী সংসর্গ করা হয়, সেই দিবস বা উহার দ্বিতীয় দিবস অথবা উহার তৃতীয় দিবস প্রতিবেশী, আত্মীয় কিম্বা,

বন্ধুবান্ধবকে যাহা খাওয়ান হয়, তাহাকেই অলিমা বলা হয়। মূল কথা, ইহা বিবাহ ভোজ নহে, বিবাহ মজলিসে যাহা খাওয়ান হয় তাহাকেই বিবাহ-ভোজ বলে। এক্ষণে নিরপেক্ষ পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে, বিবাহকালে জামাতার নিকট হইতে শ্বশুর বিবাহ ভোজ উপলক্ষে হউক বা অন্য উপলক্ষে হউক—যাহা কিছু গ্রহণ করেন, সমস্তই হারাম। কেবল কন্যা নিজের মোহর আদায় করিয়া লইতে পারে। কন্যাকর্ত্তারা স্বেচ্ছায় উক্ত মোহর হইতে বিবাহ ভোজ করিতে পারে না।

বরপণ ও ক ্যেপণ হারাম হইবার অকাট্য প্রমাণ

উদয়পুরের মৌলবী আবদুল হাদিম সাহেব লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"আঞ্জাম খরচ মোহরের অংশ বিশেষ সুতরাং উহা অসিদ্ধ হইবার কোন কারণ নাই। তিনি কোরআন মজিদের ছুরা কাছাছে বর্ণিত হজরত মুছা-আলায়হেচ্ছালামের বিবাহ চুক্তি সম্বন্ধে একটি আয়ত এবং উহার সমর্থনে তফছিরে মাদারেকের বর্ণনা উল্লেখ করিয়া দাবী করিয়াছিলেন যে,— বিবাহ কার্য্যের নিমিত্ত যে পারিশ্রমিক বা অর্থ বরপক্ষ হইতে লওয়া হয়, তাহা বিনা মতভেদে সিদ্ধ।"

আমাদের উত্তর -

তাঁহার উক্তি ও দাবী যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমরা নিম্নে তাহার প্রমাণ দিতেছি। প্রথমতঃ তাঁহার উদ্ধৃত আয়তের সার মর্ম্ম এই, "হজরত শোয়ায়েব (আঃ) হজরত মুছা (আঃ) কে একজনের সহিত এই শর্ত্তে (বা মোহরে) বিবাহ দিব যে, তুমি আট বৎসর কাল আমার চাকরী করিবে।"

তফছিরে রুহোল মায়ানির ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, আয়তের মর্ম্ম এই যে, বিবাহ করার পরিবর্ত্তে তুমি আট বৎসর আমার ছাগল চরাইবে অর্থ্যাৎ এই মোহরে তোমার সহিত বিবাহ দিব।"

কিন্তু এ স্থলে এই প্রশ্ন হয় যে, যে স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, কিন্তু উপরোক্ত ঘটনায় হজরত শোয়ায়েব (আঃ) এর কোন কন্যার বিবাহ দেওয়া হইবে, তাহা অনির্দ্দিষ্ট ছিল, কাজেই এইরূপ বিবাহ আমাদের নিকট অসিদ্ধ। দ্বিতীয় এই যে, হানাফিদিগের মতে অর্থ ব্যতীত কোন উপসত্ব ভোগ করা মোহর হইতে পারে না, উপরোক্ত স্থলে পরিশ্রম ও চাকুরী মোহর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—তৃতীয় এই যে, চাকুরীর সময়ও অনির্দ্দিষ্ট ছিল—আট বৎসর কিম্বা দশ বৎসর। কাজেই উহা কিরূপে মোহর হইবে? অবশ্য যাহারা ধারণা করেন যে, এই সম্বন্ধে ইছলাম ও উক্ত শোয়ায়েব (আঃ) এর শরিয়তে একই প্রকার ব্যবস্থা, তাঁহাদের একদল বলেন যে, বিবাহের স্বতন্ত্র মোহর বেতন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—আর উহা ওয়াদা স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছিল, কেবল এই কথা দ্বারাই বিবাহ সম্পাদন করা হইয়াছিল না। প্রকৃত কথা এইভাবে উক্ত হইয়াছিল যে, যদি তুমি নির্দ্দিষ্ট বেতনে আট বৎসর আমার ছাগল চরাইতে পার তবে আমি আমার এক কন্যাকে নির্দ্দিষ্ট মোহরে তোমার সহিত বিবাহ দিব, ইহাতে তোমার মত কি? তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন। তৎপরে এক নির্দ্দিষ্ট কন্যার সহিত আট বৎসর ছাগল চরান মোহরে বিবাহ হইতেও পারে। ছাগল চরানকে মোহর নির্দ্দিষ্ট করা দোষণীয় নহে, যেহেতু উহা শাফিয়ী মজহাবে জায়েজ আছে। হেদায়া কেতাবে আছে যে, উক্ত ছাগল চরান মোহর স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, ইহা হানাফিদিগের মতেও জায়েজ আছে। তফসির মাদারেক প্রণেতা বলিয়াছেন যে, ছাগল চরান মোহর ধার্য্যে বিবাহ করা এজমা।

জায়েজ আছে, কেননা স্বামী-স্ত্রী এক অন্যের কার্য্যে সাহায্য করে, ইহা চাকুরী নহে। মাদারেক প্রণেতা যে এজমার দাবী করিয়াছেন, যদি তাঁহার দাবীর অর্থ এই হয় যে, ইহাতে এমামগণের এজমা (একমত) হইয়াছে, তবে ইহাতে প্রশ্ন এই হয় যে, মুহিতে বোরহানি গ্রন্থে আছে,—"যদি কেহ এক বৎসর স্ত্রীর ছাগল চরানোর মোহর ধার্য্যে বিবাহ করে, তবে উহা জাহের রেওয়ায়েত (ফতওয়া গ্রাহ্য মত) অনুযায়ী জায়েজ হইবে না। এবনে ছেমায়া (এমাম) মোহাম্মদ (রঃ) হইতে উহার জায়েজ হওয়ার মত বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এস্তেছাফ গ্রন্থে আছে যে, উহাতে এমাম মালেক (রঃ) এর তিনটি মত আছে, এক মতেনিষিদ্ধ, এক মতে মকরুহ ও তৃতীয় মতে জায়েজ। যদি জায়েজ হওয়ার মতটী ধারণ হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, ছাগলগুলি হজরত শোয়াএব (আঃ) এর কন্যার ছিল, উহা পিতার (উক্ত নবির) ছিল না এবং সময়ের অনির্দ্দিষ্টতা ছিল না, কেননা উহা আট বৎসর ছিল। হজরত মুছা (আঃ) সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও তদুর্দ্ধে দুই বৎসরের ওয়াদা করিয়াছিলেন, অধিকন্তু মোহরের অনির্দ্দিষ্টতা সত্ত্বেও বিবাহ জায়েজ হইয়া থাকে। কতক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, ভিন্দ ভিন্ন শরিয়তের বিবাহের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম হইতে পারে। তৎপরে অলি কিম্বা স্বামীর উপর নির্দ্দেশ করার অধিকার থাকে। এইরূপ অলির চাকুরী করা ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁহার শরিয়তের জায়েজ ছিল। কিন্তু আমাদের শরিয়তে জায়েজ নহে। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে প্রাচীন শরিয়তের যে ব্যবস্থাগুলি বিনা এনকারে বর্ণিত হয়, উহা আমাদের শরিয়তের (গ্রহণীয়) ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয় তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, উহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য নহে। তফছিরে একলিলে আছে, মক্কি বলিয়াছেন, উক্ত আয়তে বিবাহ সংক্রান্ত কতকগুলি বিশিষ্ট বিষয় আছে, প্রথম এই যে, হজরত শোবাএব (আঃ) বিবাহিত

কন্যাটির নির্দ্দেশ করেন নাই। কার্য্যের সময়ের প্রথম তারিখ নির্দ্ধারণ করেন নাই এবং ইজারাকে (চাকুরীকে) মোহর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ বিভিন্ন শরিয়তে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে, এই মতের উপরই মনের শান্তি হয়।" —তঃ রুঃ মাঃ — ৩৪৬ পৃষ্ঠা।

তফছিরে-রুহোল বায়ানের ২য় খণ্ডে — ৭৩১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের ব্যাক্ষ্যায় লিখিত আছে ঃ— "ইহা পিতার (হজরত শোয়ায়বের) শর্ত্ত, (কন্যার) মোহর নহে; কেননা এস্থলে যে শব্দ বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, তুমি (মুছা আঃ) আমার চাকুরী করিবে। কন্যার মোহর হইলে, এইরূপ শব্দ বলা হইত যে, তুমি উক্ত কন্যার চাকুরী করিবে, কিন্তু ইহা বলা হয় নাই। তবে ইহা সম্ভব যে, উক্ত পয়গম্বরের শরিয়তের নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রীর অলির চাকুরী করা শর্ত্তে বিবাহ করা জায়েজ ছিল; যেরূপ আমাদের শরিয়তে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রীর-ছাগল-চরান শর্ত্তে (মোহরে) নিকাহ জায়েজ আছে। আয়নোল মায়ানিতে আছে যে, প্রাচীন শরিয়ত সমূহে কন্যার মোহর পিতার প্রাপ্য ছিল এবং পিতা উহা গ্রহণ করিতেন। পক্ষান্তরে আমাদের শরিয়তের উহা মনছুখ হইয়াছে। কারণ কোরান শরিফের বিভিন্ন আয়ত অনুসারে এমাম আজমের (রঃ) মতে কোন উপসত্ত্ব ভোগ করা মোহর হইতে পারে না। এবং মোহরের মূল্য টাকা পয়সা ইত্যাদিতে হওয়া ও উহা স্ত্রীকে সমর্পণ করা আবশ্যক, যদি কেহ কোরান শিক্ষা প্রদান করে অথবা এক বৎসর স্ত্রীর চাকুরী করা মোহরে বিবাহ করে, তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কোরান শিক্ষা প্রদান ও স্ত্রীর চাকুরী অর্থ নহে বলিয়া মোহরে মেছেল ওয়াজেব হইবে। উক্ত আয়তে (আট বৎসর চাকুরী করা) মোহর হউক কিম্বা শর্ত্ত হউক, উহা হজরত শোয়ায়েব (আঃ) এর শরিয়তের ব্যবস্থা, কেননা আমাদের শরিয়তের মোহর স্ত্রীর প্রাপ্য, স্ত্রীর পিতার প্রাপ্য নহে; এবং উহা শাফিয়ি মতে জায়েজ হইলেও আমাদের এমাম আজমের মজহাবে জায়েজ নহে।"

তফছির কবিরের ৬ষ্ঠ খণ্ডে উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, — ফকিহগণ উক্ত আয়ত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, অর্থের ন্যায় চাকুরী করাও মোহর হইতে পারে এবং চাকুরীর বেতন ও চাকুরীর সময় বেশী করা জায়েজ আছে, কিন্তু উহা প্রাচীন শরিয়ত; কাজেই উহা আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় নহে। আরও উক্ত আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন শরিয়তে বিবাহে অলীর লাভজনক শর্ত্ত করা জায়েজ ছিল; স্ত্রীলোকের বিবাহ তাহাকে মোহর প্রদান করা ব্যতীতও জায়েজ ছিল এবং বিবাহ কার্য্যের অহিতজনক শর্ত্ত করিলেও বিবাহ বাতীল হইত না।" — ৪৭২ পৃষ্ঠা।

তফছিরে কাশ্বাফের ২য় খণ্ডে উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, — "যদি কেহ বলেন যে, মোহরের জন্য টাকা হওয়া আবশ্যক, ছাগল চরান চাকুরী কিরূপে মোহর হইবে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, উহা হজরত শোয়ায়েব (আঃ) উক্ত শরিয়তের জায়েজ ছিল, ইহাও হইতে পারে যে, মোহর অন্য বস্তু ছিল তাঁহার ইচ্ছা এই ছিল যে, হজরত মুছা (আঃ) উক্ত সময় অবধি তাঁহার ছাগল চরাইবেন এবং তিনি আপন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন; এই হেতু তিনি উভয় মনোভাব তাঁহার নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং ছাগল চরান শর্ত্তের উপর বিবাহ ন্যস্ত করিয়াছিলেন — অর্থাৎ অঙ্গীকার স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি এই কার্য্য কর, তবে আমি উক্ত কার্য্য করিব। ইহাও সম্ভব যে, তিনি তাহাকে আট বৎসর ছাগল চরান কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, হজরত মুছা (আঃ) উহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে হজরত শোয়ায়েব (আঃ) আপন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।" — ৩৭৮ পৃষ্ঠা।

তফছির বয়জবির ২য় খণ্ডে উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, — "কাজী বয়জবি উক্ত প্রশ্ন গুলির উত্তরে বলিয়াছেন, — "ইহা বিবাহ বন্ধন ছিল না, বরং বিবাহের প্রস্তাব করা

হইয়াছিল, অন্য মোহরও স্থির করা হইয়াছিল। আট বৎসর ছাগল চরানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং মুছা (আঃ) তাঁহার সহিত ওয়াদা (অঙ্গীকার) করিয়াছেন যে, যদি তাঁহার সুযোগ হয়, তবে বিবাহের পূর্ব্বে আরও দুই বৎসর উক্ত চাকুরী করিবেন। ছাগল গুলি উক্ত কন্যার ছিল। ইহাও বিশেষ সম্ভব যে, প্রাচীন শরিয়তে বিবাহের ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকার ছিল।" ...... ১০২ পৃষ্ঠা।

তফছিরে আহমদীর, ৫৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ঃ— "হজরত শোয়ায়েব (আঃ) এর ঘটনায় বুঝা যায় যে, ছাগল চরান মোহর হইতে পারে, কন্যার মোহর পিতৃগণকে দেওয়া জায়েজ, অনির্দ্দিষ্ট স্ত্রীর সহিত বিবাহ করা জায়েজ এবং মোহর অনির্দ্দিষ্ট হইতেও পারে। প্রথম ব্যবস্থাটি এক রেওয়েত অনুযায়ী জায়েজ হইতে পারে।, আমাদের শরিয়তে অবশিষ্ট ব্যবস্থাগুলির মিল নাই। এই হেতু বিদ্বানগণ বলিয়াছেন — সম্ভব যে আমাদের শরিয়তে পৃথক হুকুম এবং প্রাচীন শরিয়তে অন্য প্রকার হুকুম ছিল; পিতৃগণের পক্ষে মোহর গ্রহণ করা বর্ত্তমান শরিয়তে মনছুখ হইয়াছে।"

উপরোক্ত প্রমাণসমূহে বুঝা যায় যে, বন্ধুবর মৌলবী সাহেব যে আয়ত দ্বারা নিজের মত সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার মত প্রামাণিত হয় না। উক্ত আয়তোল্লিখিত ব্যবস্থাটি প্রাচীন শরিয়তের ব্যবস্থা। যদি উহা আমাদের শরিয়তের ব্যবস্থা হইত তবে অনির্দ্দিষ্ট স্ত্রীলোককে বিবাহ করা ও অনির্দ্দিষ্ট মোহর ধার্য্য করা আমাদের পক্ষেও জায়েজ হইত, অথবা মোহরের মালিক স্ত্রীলোক হইত না, বরং তাহার পিতাই মালিক হইতেন; কিন্তু বিদ্বাণগণ ইহা প্রাচীন শরিয়তের ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, বিশেষতঃ ইহার বিপরীতে আমাদের শরিয়তে অন্য প্রকার হুকুম সাব্যস্ত হইয়াছে। যথা ঃ— জ্বেন হইতে একদল — তাঁহার (হজরত ছোলায়মানের) সম্মুখে তাঁহার প্রতিপালকের

অনুমতিতে কার্য্য করিত এবং যে কেহ তাহাদের মধ্যে আমার হুকুম হইতে বিমুখ হয়, আমি তাহাকে অগ্নির শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইয়া থাকি। উক্ত জেন সকল তাঁহার (উক্ত নবির) জন্য যাহা তিনি ইচ্ছা করিতেন, — দুর্গসমূহ, মুর্তিসমূহ জলাশয়ের তুল্য ভোজন পাত্রসমূহ (লগন সমূহ) ও অচল কেসমূহ (তাম্রপাত্রসমূহ) প্রস্তুত করিত। — ছুরা ছাবা।

উপরোক্ত আয়তে প্রমানিত হয় যে, হজরত ছোলায়মান (আঃ) এর সময়ে মুর্ত্তি নির্ম্মাণ করা সিদ্ধ ছিল; কিন্তু ইহা কি ইসলাম ধর্ম্মে সিদ্ধ হইবে? এই আয়ত পেশ করিয়া কি মুর্ত্তি নির্ম্মাণ করার মত সমর্থন করা সঙ্গত হইবে? এইরূপ উপরোক্ত আয়ত পেশ করিয়া পণ লওয়ার মত সমর্থন করা কি সঙ্গত হইবে?

এক্ষণে আমি হানাফিদিগের প্রমাণ্য গ্রন্থসমূহ হইতে কতকগুলি মসলার উত্তর প্রকাশ করিব; তাহা হইলে বন্ধুবর মৌলবী সাহেবের দাবির অসারতা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রশ্নমালা

১। যদি কেহ স্ত্রীর একবৎসর খেদমত (চাকুরী) করা মোহর ধার্য্য করতঃ বিবাহ করে, তবে মোহর সিদ্ধ হইবে কিনা?

২। যদি কেহ এক বৎসর স্ত্রীর ছাগল চরান অথবা ভূমি কর্ষণ করা মোহর ধার্য্যে বিবাহ করে, তবে কি হইবে?

৩। যদি কেহ এক বৎসর শ্বশুরের ছাগল চরান মোহর ধার্য্যে বিবাহ করে, তবে কি হইবে?

৪। যদি কেহ শ্বশুরকে এক সহস্র টাকা দান করা মোহর ধার্য্যে বিবাহ করে তবে কি হইবে?

উত্তর

শামী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড — ৫৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, — "যদি কেহ এক বৎসর স্ত্রীর খেদমতে (চাকুরী) করা মোহর ধার্য্যে বিবাহ করে, তবে খেদমত করা ওয়াজেব হইবে না; বরং মোহর মেছেল ওয়াজেব হইবে। যদি অলির খেদমত বা চাকুরী করা মোহর ধার্য্যে বিবাহ করে, তবে উক্ত বিবাহ জায়েজ হইবে, নাহরোল-ফাএক গ্রন্থকার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। রহমতি বলিয়াছেন, প্রকাশ্য মত (জাহের রেওয়ায়েত) এই যে অলি উপরোক্ত ঘটনায় উক্ত চাকুরীর বেতন কন্যাকে প্রদান করিবে। ইহার স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত ঘটনায় সকলের মতেই বিবাহ জায়েজ। পক্ষান্তরে স্ত্রীর খেদমত মোহর ধার্য্যে বিবাহ করিলেও খেদমত সিদ্ধ নহে। বাহরোর রায়েক গ্রন্থে জাহিরিয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি শ্বশুরকে সহস্র দেরহাম (আরবের মুদ্রা বিশেষ) দান করা মোহর ধার্য্যে বিবাহ করে, তবে উহা দান করিয়া থাকুক আর নাই থাকুক, তাহার পক্ষে মোহর মেছেল ওয়াজেব হইবে। যদি দান করিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি দান ফেরৎ লইবে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, অলির খেদমত মোহর নির্দ্ধারিত হইলেও উক্ত খেদমত ওয়াজেব হইবে না, বরং মোহর মেছেল ওয়াজেব হইবে। এইরূপ হজরত শোয়ায়েব (আঃ) এর ঘটনার ন্যায় কয়েক বৎসর শ্বশুরের ছাগল চরান মোহর ধার্য্যে বিবাহ করিলে, উক্ত ছাগল চরান ওয়াজেব হইবে না; বরং মোহরে মেছেল ওয়াজেব হইবে, কিন্তু স্বামী যাহা (অলির ছাগল চরান বা খেদমত) উল্লেখ করিয়াছে তাহাই প্রদান করা ওয়াজেব হইবে।"

ফৎহো-কদিরের ২য় খণ্ড — ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ— "পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীর ছাগল চরান মোহর ধার্য্যে বিবাহ করে, তবে উহা জায়েজ হইবে না; যেহেতু উক্ত কার্য্যে শুধু স্ত্রীর খেদমত হইবে না; কেননা স্বভাবতঃ স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেক একে অন্যের

সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। আরও উহা বিভিন্ন গ্রন্থের রেওয়ায়েত অনুযায়ী নাজায়েজ, ইহাই সমধিক ছহিহ মত।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, শোয়ায়েব (আঃ) এর শরিয়তে শ্বশুরের ছাগল চরান কন্যার মোহর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের মজহাবে এক বিধি (রেওয়ায়েত) অনুযায়ী শ্বশুরের চাকুরী ও ছাগল চরান স্ত্রীর মোহর হইতে পারে না; ইহাতে মোহরে মেছেল ওয়াজেব হইবে। আর এক রেয়ায়েত অনুযায়ী উহা মোহর হইলেও অলি উহার বেতন কন্যাকে প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন। যদি কেহ অলিকে টাকা কড়ি প্রদান করা শর্ত্তে বিবাহ করে, তবে অলি উক্ত টাকা কড়ি ফেরত দিতে বাধ্য হইবেন। কাজেই প্রশ্নোলিখিত আয়তের ব্যবস্থা আমাদের শরিয়তের ব্যবস্থা নহে। সুতারাং বন্ধুবর মৌলবী সাহেবের প্রথম দাবী সম্পূর্ণ বাতীল হইয়া যাইতেছে।

তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, " ফোকার কেতাবেও দেশের রেছম অনুযায়ী ধার্য্য মোহরের উপর অপর বস্তু গ্রহণ সিদ্ধ এবং দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যেমন শামী কেতাবের উক্তিতে বুঝা যায় যে, — যে দেশে আজাম খরচ প্রচলিত আছে, তথায় দুলহাকে (জামাতাকে) তাহা দিতে হইবে; — যেমন ধাত্রীর কাপড় প্রভৃতি দেওয়া প্রচলিত থাকিলে তাহা দিতে হইবে।"

কিন্তু এখানেও যে মৌলবী সাহেবের দাবী একান্ত দুর্ব্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত, তৎসম্বন্ধে পাঠক প্রথমে শামী গ্রন্থের লিখিত কথাগুলির মর্ম্ম শুনুন। ইহার সংক্ষিপ্ত সার এই, — বর্ত্তমানে লোকদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে যে, কুমারী স্ত্রী মোহর ব্যতীত অতিরিক্ত কতকগুলি বিষয় পাইতে পারে। স্বামী সহবাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাকে কতকগুলি বিষয় দেওয়া হয়, যথা উক্ত কন্যাকে সজ্জিত করণেচ্ছায় ও অবগাহন স্থলের জন্য কয়েকটি দেরহাম, লেফাফাতোল কেতাব নামক এক খণ্ড বস্ত্র এবং ধাত্রী ও

গোছলখানার চাকরাণীকে দেওয়ার জন্য কয়েক খণ্ড বস্ত্র। তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয় স্বামী-সহবাসের পরে তাহাকে দেওয়া হয়, যথা, — তহবন্দ, মোজা, খড়ম গোছলখানার বস্ত্রসমূহ। উহা দেশের ব্যবহারে শর্ত্ত স্বরূপ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত রহিয়াছে। এমন কি যদি স্বামী উহা দিতে না চাহে, তবে বিবাহ বন্ধন কালে নির্দ্ধারিত মোহরের সহিত আরও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দেরহাম বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করিয়া থাকে। তৎপরে শামী প্রণেতা কয়েক পংক্তি পরে লিখিয়াছেন ঃ—

"উপরোক্ত বিষয়গুলি দেশের ব্যবহারে আবশ্যকীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; অধিকন্তু তৎসমস্ত বিষয় মোহরের মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু মোহরের কতকাংশ স্পষ্ট মোহর বলিয়া ব্যক্ত করা হয় এবং কতকাংশ তদ্রুপ প্রসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু উহা প্রদান করা আবশ্যক।

শামীর উপরোক্ত বর্ণনায় প্রমাণিত হইল, পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি স্ত্রীলোকের মোহরের একাংশ এবং উহা স্বামী সহবাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে প্রদান করিতে হয়, বিবাহের পূর্ব্বে প্রদান করিতে হয় না। মনে করুন— একটি পাঁচ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ দেওয়া হইল; তৎপরে বার কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের সময়ে সেই বালিকা স্বামী সহবাসের উপযুক্ত হইল, সেই সময়ে উহা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে, কাজেই ইহা সর্ব্বতোভাবে বিবাহ কালের ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, সেই বালিকা বিবাহ কালেই স্বামী সহবাসের উপযুক্ত ছিল, তথাপি উহা যে, বিবাহের পরে স্বামী সহবাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরের ব্যবস্থা ইহা উপরোক্ত শামী গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হইল। আর শামী গ্রন্থেই আছেঃ— "বিবাহ বন্ধন দ্বারাই মোহর ওয়াজেব হয়।" মাজমায়োল আনহোরে লিখিত আছেঃ— 'বিবাহ বন্ধনেই মোহর ওয়াজেব হয়।"

বাহারোর-রায়েকে আছে ঃ— "বিবাহ বন্ধন দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট মোহরের মালিকতত্ত্ব সম্পন্ন হয়।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে,

বিবাহের অগ্রে ধাত্রী বা গোছলখানার চাকরাণীকে বস্ত্র ইত্যাদি প্রদান করা মোহরের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। দ্বিতীয়, স্ত্রীলোকের গহনা যেরূপ মোহরের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে সেইরূপ তহবন্দ, খড়ম, মোজা, অন্যান্য বস্ত্র মোহরের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। যে ধাত্রী বা গোছলখানার চাকরাণী কন্যার খেদমত করিয়া থাকে, তাহারা স্ব স্ব খেদমতের বেতন স্বরূপ কন্যার নিকট হইতে যে বস্ত্র বা অর্থ পাইয়া থাকে, তাহাও মোহরের মধ্যে পরিগণিত ; কিন্তু কন্যাকর্ত্তারা নিজেদের ঋণ পরিশোধ, সম্পত্তি ক্রয় অথবা প্রতিবেশীদিগকে মেহমানি খাওয়াইবার ইচ্ছায় কন্যার দেনমোহরের অংশ হইতে হউক, অথবা নাই হউক বরপক্ষের নিকট হইতে যেরূপ প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা জায়েজ হওয়ার প্রমাণ শামী গ্রন্থের কোথায় আছে ?

বঙ্গবিখ্যাত আলেম হজরত মাওলানা আবদুল আউওল সাহেব 'তহকিকাতোলখতিরা' গ্রন্থের দ্বাদশ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;— "কোন ফেক্হের কেতাব লিখিত নাই যে, পিতার পক্ষে নাবালেগা কন্যার মোহর লইয়া মেহমানি (জিয়াফত) করা জায়েজ আছে। এরূপ মেহমানি খাওয়ানের হুকুম কোরাণ ও হাদিছে নাই; কাজেই এইরূপ মেহমানি খাওয়ান পিতার প্রতি ফরজ বা ওয়াজেব নহে যে, নাবালেগার অর্থের দ্বারা অযথাভাবে শরিয়তের বিনা হুকুমে লোককে খাওয়াইতে বাধ্য হইবে। এইরূপ মেহমানিকে দেশ প্রচলিত নিয়ম (ওরফ) ধারণায় আবশ্যকীয় বিষয় বলিয়া দাবী করা এবং বিবাহে নৃত্য, গীত-বাদ্য, কৌতুক ও বাজী পোড়ানকে দেশ প্রচলিত নিয়ম বলা একই ধরণের কথা যদি বেদয়াত অথবা শরিয়তের বিপরীত নিয়ম কোন স্থানের প্রথা হইয়া পড়ে তবে উহা দেশপ্রসিদ্ধ নিয়ম বলিয়া জায়েজ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি খোদার সীমা অতিক্রম করে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি নিজের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিল। ওলিমা ইসলামের ছুন্নত; উহা স্বামীর হক। স্ত্রীলোকের পক্ষে উহা করা হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) এর হুকুম নহে।

ভারত গৌরব হজরত মাওলানা আশরাফ আলি সাহেব স্বীয় ফাতাওয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন ঃ— উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কন্যা কর্ত্তারা যাহা কিছু গ্রহণ করে, যদি উহা মোহর না হয়, তবে উৎকোচ ও হারাম হইবে; যদ্বারা মেহমানি খাওয়ান জায়েজ নহে। স্বামী উহা ফেরত লইবার অধিকারী হইবে। আর তাহার যাহা গ্রহণ করে, তাহা যদি (কন্যার) মোহরের অংশ হয়, তবে দেখিতে হইবে যে, উহা নাবালেগা কন্যার মোহরের অংশ অথবা বালেগা কন্যার মোহরের অংশ? যদি নাবালেগা কন্যার মোহর হয়, তবে তাহার অনুমতি সত্ত্বেও উহা ব্যয় করা হারাম এবং তদ্দারা মেহমানি করা নাজায়েজ। আর যদি উহা বালেগা কন্যার মোহর হয়, তবে তাহার বিনা অনুমতিতে উহা ব্যয় করা ও তদ্দারা মেহমানি খাওয়ান জায়েজ নহে। ঐরূপ স্থলে নাবলেগা কন্যা পিতার নিকট হইতে এবং বালেগা কন্যা স্বামীর নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইবে। আর যদি বালেগা কন্যা মৌখিক সম্মতি প্রদান করে, কিন্তু সেই সম্মতি হৃদয়ে অন্তঃস্থল হইতে নাও হয়, তবু উহা কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে না, কিন্তু পিতার পক্ষে এরূপ ভাবে কন্যার মোহর নষ্ট করা হারাম হইবে। আর বালেগা কন্যার পক্ষেও সর্ব্বত্র হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে সম্মতি প্রদান করা নিতান্ত অস্বাভাবিক। যদিও এই অস্বাভাবিক ব্যাপারকে সম্ভব ধারণা করা যায়, তবু সাধারণতঃ এইরূপ স্থলসমূহে গৌরব ও সুখ্যাতি অর্জ্জনের বাসনা হইয়া থাকে বলিয়া এইরূপ মেহমানি করা নিষিদ্ধ হইবে। অবশ্য যদি উহা উপরোক্ত দোষাবলী হইতে মুক্ত হয়, তবে উহা জায়েজ হইতে পারে।" ২৮ পৃষ্ঠা।

তফছিরে-আহমদীতে আছেঃ— "ছুরা কাছাছের এই আয়তে (হজরত) শোয়ায়েব (আঃ) কর্ত্তৃক নিজ কন্যাকে আট কিম্বা দশ বৎসর ছাগল চরানের পরিবর্ত্তে হজরত মুছা (আঃ) এর সহিত

বিবাহ দিবার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।" উহাতে প্রমাণিত হয় যে, মোহর কন্যাদের প্রাপ্য নহে, বরং তাহাদের পিতৃগণের প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত আয়তটি ছুরা নেছার পরবর্ত্তী আয়ত দ্বারা মনছুখ হইয়াছে; যেহেতু ছুরা নেছার আয়তে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মোহর পিতৃগণকে প্রদান না করিয়া স্ত্রীগণকেই প্রদান করিতে হইবে। ইহা তফছিরে হোছায়নিতে আছে।

উক্ত তফছিরে আর লিখিত হইয়াছে ঃ— "তফছিরে হোছায়নি লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম ইছলামে পিতৃগণ স্বীয় কন্যাদের মোহরের অধিকারী হইতেন, যেরূপ ছুরা কাছাছের আয়ত দ্বারা হজরত শোয়ায়েব (আঃ) হজরত মুছা (আঃ) এর সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তৎপরে উহা ছুরা নেছার আয়ত দ্বারা মনছুখ হইয়াছে।

তফছিরে-খাজেনে উপরোক্ত ছুরা নেছার আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, "কলবি ও একদল বিদ্বান বলেন, ইহা অলিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। আবু ছালেহ বলিয়াছেন, যেসময় কোন ব্যক্তি বিধবা স্ত্রীলোকের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিত, উক্ত বিধবাকে মোহর প্রদান না করিয়া নিজে উহা আত্মসাৎ করিত খোদাতায়ালা উক্ত আয়তে এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, অলি যে সময় তাহার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে, যদি সেই কন্যাটি তাহার সংসারভুক্ত হইত, তবে মোহরের অল্প বিস্তর কিছুই তাহাকে প্রদান করিত না। যদি কোন বিদেশীর সহিত তাহার বিবাহ দিত, তবে তাহাকে উষ্ট্রের উপর আরোহণ করাইয়া তাহার স্বামীর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিত, তদ্ব্যতীত তাহার মোহরের কিছুই তাহাকে প্রদান করিত না। এই জন্য খোদাতায়ালা উক্ত আয়তে অলিগণকে এইরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং উক্ত হক উহার মালিকগণকে (কন্যাগণকে) প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, — "ইহা

স্বামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, ইহাই অধিকতর ছহিহ মত এবং অধিকাংশ বিদ্বানের মত; কেননা ইহাই পূর্ব্বের আয়তগুলি স্বামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। খোদাতায়ালা এই আয়তে স্ত্রীলোকদিগকে মোহর অর্পণ করিতে স্বামীদিগের উপর আদেশ প্রদান করিয়াছেন।"

হেদায়া কেতাবে বর্ণিত আছে ;-"নিশ্চয় মোহর স্ত্রীলোকের হক।

তফছিরে খাজেনে আছে ঃ— নিশ্চয় স্ত্রীলোক মোহরের মালিক এবং উহাতে অলির কোন হক নাই।

পূর্ব্বোক্ত আয়ত ও প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, অলিগণ কন্যার মোহর নিজে ব্যয় করিতে পারেন না; বরং অলি উহা কন্যাকে অর্পণ করিতে বাধ্য।

বাহরোর-রায়েক,— "পিতা পিতা হওয়ার (রক্ষক হওয়ার) জন্য নাবালেগা কন্যার মোহর আদায় করিয়া রাখিতে পারেন।

" যদি পিতা (কন্যার) স্বামীর আদেশে মোহর আদায় করিয়া রাখেন, তবে স্বামীর আমানত (গচ্ছিত) তাঁহার নিকট থাকিবে।" ঐ।

কোর-আন শরিফে উক্ত হইয়াছে ঃ— "নিশ্চয় খোদাতায়ালা গচ্ছিত বস্তুসমূহ উহার মালিকের নিকট পৌঁছিয়া দিতে তোমাদের উপর আদেশ করিয়াছেন।"

হাদিছ শরিফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ— " মোনাফেকের চারিটি রীতি আছে তন্মধ্যে একটী রীতি এই যে, যে সময়ে কোন বস্তু তাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, সে উহা নষ্ট করে।"

" যে ব্যক্তি গচ্ছিত রক্ষা না করে, তাহার ঈমান (পরিপক্ক) নহে।" — হাদিছ।

নাবালেগা কন্যার মোহর পিতার নিকট গচ্ছিত থাকে, উহা নষ্ট করিলে যে মহা গোনাহগার হইতে হয়, তাহা উপরোক্ত আয়ত

ও হাদিছদ্বয়ে বুঝা যায়।

আলমগিরিতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ— "পিতা আপন কন্যার মোহর অপরকে দান করিতে পারেন না। (ইহা) অধিকাংশ আলেমের মত, এইরূপ বাদায়ে' গ্রন্থে আছে।

দোর্রে-মোখতার লিখিত আছে ঃ— পিতা নাবালেগ পুত্রের অর্থ অন্যকে হাওলাত দিতে পারেন না।"

মাজামায়োল-আনহারে আছে ঃ— "পিতা (নাবালেগ বা বালেগার অর্থ) কর্জ্জ দিতে পারেন না; যেহেতু উহাতে (তাহার) পার্থিব লাভ নাই।"

কাজীখানে লিখিত আছে ঃ— ওছি পিতৃহীন সন্তানের অর্থ প্রতিফল লইয়াই হউক, আর না লইয়াই হউক (অন্যকে) দান করিতে পারে না, এইরূপ পিতা নাবালেগ সন্তানের অর্থ দান করিতে পারেন না।"

গোরার গ্রন্থে আছে ঃ— "পিতা নাবালেগ সন্তানের ক্রীতদাসকে অর্থ প্রতিশোধ লইয়াও দান করিতে পারেন না।"

শামী গ্রন্থে আছে ঃ— "ওছি পিতৃহীন সন্তানের অর্থ কর্জ্জ দিতে পারেন না। যদি কর্জ্জ দেন, তবে তিনি (উহার) জামিন হইবেন। ছহিহ মতে পিতা ও ওছির তুল্য নাবালেগের অর্থ কর্জ্জ দিতে পারেন না।"

বাহরোর-রায়েক গ্রন্থে আছে; শামছোল আয়েম্মা-ছুরাখছি আপন টীকায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিদ্বান্‌গণ একবাক্যে (এজমা মতে) স্বীকার করিয়াছেন যে, যদি পিতা নাবালেগের অর্থ দ্বারা আপন কর্জ্জ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ইহা জায়েজ নহে।

আরও উক্ত গ্রন্থে আছে ঃ— "শামছোল আয়েম্মা হোলওয়ায়ির বর্ণনা; হাছান, এমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, পিতা (নিজে) নাবালেগের অর্থ অপরের নিকট

হইতে কৰ্জ্জ লইতে পারেন না। শামছোল-আয়েম্মা বলিয়াছেন, জাহের (ফৎওয়া গ্রাহ্য) রেওয়াএত অনুযায়ী উহা জায়েজ নহে।

আলমগিরিতে আছে ঃ— "পিতা (নাবালেগের) অর্থ নষ্ট করার অধীকারী নহেন, ইহা কাফি কেতাবে আছে।"

আলমগিরি ও শামী গ্রন্থে আছে ঃ— "যদি পিতা নাবালেগ পুত্রের অর্থ অপব্যয় করে, নষ্ট করে তবে (শরিয়তের) কাজী একজন ওছি নির্দ্ধারণ করতঃ তাহার হস্ত হইতে উক্ত অর্থ কাড়িয়া লইবেন।"

উপরোক্ত প্রমাণসমূহে প্রমাণিত হইল যে, কন্যার অলিগণ বর-পক্ষের নিকট হইতে 'বিবাহকালে যাহা কিছু গ্রহণ করেন, দেখিতে হইবে যে, উহা কন্যার মোহর কিনা ? যদি মোহর হয়, তবে কন্যা বালেগা হইলে তৎক্ষণাৎ অলিগণ কন্যাকে উক্ত মোহর প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন; যেহেতু বালেগা কন্যার মোহর পিতা বা অভিভাবকগণ নিজেদের নিকট রাখিতে পারেন না, আর কন্যা নাবালেগা হইলে, পিতা উহা গচ্ছিত স্বরূপ রাখিতে পারেন। কিন্তু এই মোহরের টাকা নিজেদের কার্য্যের জন্য ব্যয় করা অথবা প্রতিবেশী লোকদিগের মেহমানির জন্য ব্যয় করা হারাম, যদি পিতা উহার অপব্যয় করে, তবে কাজী তাঁহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইতে পারেন। যখন উক্ত কন্যা বালেগা হইবে, তখন তাহাকে উক্ত মোহর প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন। আর যদি মোহর না হয়, তবে উৎকোচ হইবে, যেহেতু তাহাতাবী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (১৭৮ পৃষ্ঠায়) উৎকোচের বর্ণনাস্থলে লিখিত আছে যে, যদি ভ্রাতা কিছু অর্থ গ্রহণ করা ব্যতীত ভগ্নীর বিবাহ দিতে অসমর্থ হয়, এবং এজন্য (বর) তাহাকে উহাকে প্রদান করিয়া থাকে, তবে উহা ব্যয় করা হইয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, ফেরৎ লইবে, যেহেতু উহা উৎকোচ।" বন্ধুবর মৌলবী সাহেব আরও লিখিয়াছেন ঃ— মাওলানা আবদুল হাই লাখনবি সাহেব লিখিয়াছেন যে, জামাতা সন্তোষচিত্তে

যাহা কিছু প্রদান করে, তাহা গ্রহণ করা কন্যার অলিগণের পক্ষে জায়েজ আছে।

উক্ত মাওলানা সাহেবের মজমুয়া ফাতাওয়ার ঐ অংশের অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইল :—

প্রশ্ন

আপনার এ সম্বন্ধে কি ফৎওয়া দেন? কন্যার অলীগণ (উক্ত কন্যার) বিবাহ কালে গহনা, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মোহর ব্যতীত কিছু খাদ্য পানীয় ও টাকাকড়ি প্রতিবেশী ও পল্লীবাসীদিগকে খাওয়ান ও দান করার উদ্দেশ্যে বর ও সম্বন্ধকারীর নিকট হইতে এইরূপ শর্ত্ত করতঃ গ্রহণ করিয়া থাকেন যে, যদি তাহারা উল্লিখিত বস্তুগুলি প্রদান করেন তবে কন্যার অলিগণ বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন, নচেৎ না। শরিয়ত অনুযায়ী ইহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর

শরিয়ত অনুযায়ী এইরূপ বস্তুগুলি গ্রহণ করা জায়েজ ও সিদ্ধ নহে। তরিকায় মোহাম্মদীর টীকা— অছিলায় আহমদীতে উল্লিখিত আছে, — (হজরত) রছুলে খোদা (সাঃ) উৎকোচ গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর উপর অভিসম্পাত (লানত) প্রদান করিয়াছেন।" কন্যা-কর্ত্তা বিবাহের পূর্ব্বে যাহা কিছু বরের নিকট হইতে যাঞ্ছা করিয়া গ্রহণ করে কিম্বা উক্ত কন্যা-কর্ত্তা উহা না পাইলে, বিবাহের সম্মতি প্রদান করে না; এজন্য বর উহা প্রদান করিয়া থাকে, উহা উৎকোচ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যদি উপরোক্ত যাঞ্ছা ও অসম্মতি এই দুই কারণ বর্ত্তমান না থাকে, এই অবস্থায় যদি বর কিছু দান করে, তবে উহা উপঢৌকন (তোহফা) বলিয়া

গণ্য হইবে, উহা জায়েজ হইতে পারে। ইহা খাজাজাদার পরটীকা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শামী গ্রন্থে আছে, শ্বশুর কন্যার (বিবাহ দেওয়ার) জন্য জামাতার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করে, যদিও জামাতার সন্তোষচিত্তেও (ইহা সংঘটিত হয়) তথাচ উহা হারাম থাকে, তবে জামাতা উহা শ্বশুরের নিকট হইতে ফেরত লইবে।

মা'দেন গ্রন্থে আছে, কন্যার পিতার সম্বন্ধকারী বরপক্ষ হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করা জায়েজ নহে, যেহেতু উহা উৎকোচ।

আলমগিরিতে আছে,— এক ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের ভ্রাতার বাটীতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিল। ইহাতে উক্ত ভ্রাতা যতক্ষণ না সে বর কতকগুলি দেরহাম তাহাকে প্রদান করে; ততক্ষণ বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রদান করে; তৎপরে সে (তাহাকে কতকগুলি দেরহাম) প্রদান করিল এবং তাহার সহিত বিবাহ করিল; (এক্ষেত্রে) সে ব্যক্তি যাহা প্রদান করিয়াছে তাহা ফেরত লইবে, কেননা উহা উৎকোচ। ইহা কিনইয়া গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

কাজীখান গ্রন্থে আছে; "এক ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ করার প্রস্তাব করিল, স্ত্রীলোকটি তাহার ভগ্নীর গৃহে অবস্থিত করে, প্রস্তাবকারী যতক্ষণ না ভগ্নীর স্বামীকে কতকগুলি দেরহাম প্রদান করে ততক্ষণ সে এই ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিতে রাজি হয় না; কাজেই উক্ত প্রস্তাবকারী তাহাকে কতকগুলি দেরহাম প্রদান করিল। এই ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি যাহা তাহাকে প্রদান করিয়াছে, তাহা ফেরত লইবে। যেহেতু উহা উৎকোচ।"

মাওলানা আবদুল হাই লাখনবি সাহেব উপরোক্ত ফতওয়াটি ছহিহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপরে উহার সমর্থন জন্য বাহরোর-রায়েক হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "যদি কন্যা কর্ত্তারা কন্যা সমর্পণ কালে কিছু গ্রহণ করেন, তবে স্বামী উহা ফেরত লইবে। কেননা উহা উৎকোচ।"

আরও উক্ত মাওলানা সাহেব ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, দোর্রে মোখতারে আছে, কন্যাকর্ত্তারা কন্যা সমর্পণকালে কিছু গ্রহণ করিলে, স্বামী উহা ফেরত লইবে; কেননা উহা উৎকোচ।"

শামী গ্রন্থে উহার টীকায় লিখিত আছে ঃ— যদি কন্যার ভ্রাতা বা তত্তুল্য কেহ কিছু গ্রহণ না করিলে, উক্ত কন্যাটিকে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করে, এইরূপ যদি তাহরা (উহা গ্রহণ ব্যতীত) উক্ত স্ত্রীলোকের বিবাহ দিতে অস্বীকার করে, তবে স্বামী উহা ফেরত লইতে পারে — উক্ত প্রদত্ত বস্তু ব্যয় করা হইয়া থাকুক, আর নাই থাকুক; যেহেতু উহা উৎকোচ।" মাওলানা আবদুল হাই লাখনবি সাহেব ও এই ফৎওয়াটি ছহিহ বলিয়াছেন।

অছিলায়-আহমদী হানাফীদিগের বিশ্বাসযোগ্য কেতাব; ইহার গ্রন্থকারের নাম আল্লামা-আবুছইদ খাদেমি। ইনি কনষ্টান্টিনোপলের সুলতানের নিকট উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কেতাব খানি তরিকায় মোহাম্মদীর হাশিয়ায় লিখিত আছে এবং মিসরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি পণ সংক্রান্ত মসলাটী খাজাজাদা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিজে কিছু লেখেন নাই। আরও উহা উপরোক্ত কেতাবগুলির মসলার অনুরূপ, কাজেই উহার প্রতি সন্দেহ করা উচিত নহে। অতএব পণ গ্রহণ যে হারাম, তাহাতে সন্দেহ রহিল না।